কবিতা সংগ্রহ

১ম খন্ড

মনন দাস

কবিতা সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

মনন দাস

লিপিকা
৩০/১এ, কলেজ রো
কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

স্বর্গগত পিতা মাতা

তারাপদ দাস

তারারানী দাস

এই লেখকের অন্যান্য বই :

উপন্যাস :

মনভূমি

মন এক উষ্ণ প্রস্রবন

ঝলমলি

কিশোর উপন্যাস :

রাজু-নারাণের কীর্তি

ছড়ায় লেখা মজার গল্প :

আটটা ঠাট্টা

সূচিপত্র

জীবন

চিত্র বিচিত্র

গুরুদেব

প্রার্থনা

ও বৈরাগী
আমি তোমার অনুরাগী
তোমার পথের ধূলির কণা
আমার মাথার পরে মাগি।

আমার গুরু
তোমার পটে দীক্ষা নিয়ে
আমার কাব্য লেখার শুরু
সৃষ্টি সুখের সুধার লাগি।

তুমি যে বেঁধেছ

চেন্নাই এর সমুদ্রতীরে বসে দুটি মেয়ে গান গায়
'পুরানো সে দিনের কথা.....'
একটু তফাতে বসে দুটি ছেলে মৃদু কণ্ঠে সুর মেলায়
'ভুলবি কি রে হায় .....'
এক প্রৌঢ় দম্পতি মাঝে এসে বসার জায়গা নেয়
এপাশে ওপাশে কান পেতে গুনগুনায়
'চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়'.....
মেয়ে দুটি শিলিগুড়ির, ছেলে দুটি কলকাতার, এবং
দম্পতির নিবাস ঢাকা-বাংলাদেশ।
চেন্নাই-এর সমুদ্রতীরে বসে ওরা মিশে যায়
গানের মালায়।

ও গুরুদেব! তুমি যে বেঁধেছ গানের দীক্ষায়!

অধিকারী

তোমার আলখাল্লায় এখন অনেক জোড়াতালি
যে যেখানটা পারছে ছিঁড়ছে জুড়ছে
তালি লাগাচ্ছে
কোনটার রঙ কালো, কোনটা পাঁশুটে, কোনটা
ক্যাটক্যাটে লাল।
তোমার তো কিছু করার নেই, কারণ
হাতদুটো পিছনে আটকে রাখা
এবার হয়ত কেউ কোনোদিন
তোমার সাদা দাড়িতে লাগিয়ে দেবে রঙ
সবেতে নয়, একদিকে একগোছায়
কেউবা চুলেতে লাগিয়ে দেবে জটা
কেউ হয়ত গলায় পরিয়ে দেবে রুদ্রাক্ষর মালা
জয় গুরুদেব!

ও গুরুদেব

ও গুরুদেব,

তুমি আমার ছেলেবেলার বংশীবদন
বক্‌সীগঞ্জে পদ্মাপারে হাটের ধারে
তোমার সাথে কলসি হাঁড়ি নিয়ে যাওয়া
ও ছবি আর যায় না ভোলা।
সেই যে ভাব হয়ে গেল তোমার সাথে
তারপরেতে সারাজীবন নাই যে গো আর ছাড়াছাড়ি
সারাক্ষণই তোমার তরী বাঁধা আছে আমার ঘাটে
ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে পড়ি উজান ভাটায়
মন ভরে যায় কি এক স্বাদে বলতে নারি।

কিন্তু জানি তুমি বড়ো দুঃখী মানুষ
সার্ধশত বৎসরের এই জনম বর্ষে
তোমার একখান হাসিমুখের ছবি খুঁজে
হতাশ হয়ে দেখি কোথাও কেউ আঁকেনি
কেউ ধরেনি ফটোর কাচে।
মনটা বড়ো খারাপ লাগে।

ও গুরুদেব,

তোমার গড়া আশ্রমের ওই চারধারে আজ
পাঁচতারা আর চারতারা
আর তিনতারা সব হোটেল জমাট
ফুর্তিফার্তা বিলাইতি মদ ঢালাও আসর।
তোমার গড়া আশ্রমেতে
কাক শকুনের দাপাদাপি
হাড় মাংস আবর্জনা টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি।
দুঃখী চোখে তাকিয়ে থাকি
বুকের মধ্যে তোমার বড়ো দুঃখীর ছবি
তোমার একখান হাসিমাখা
ছবি কোথাও পাই না খুঁজে

ও গুরুদেব!

ও গুরুদেব,

তুমি আমার গানের ভুবন ..... বুকের মাঝে
ওইখানেতে তোমার বড় মধুরহাসি
হয়ে আছে এক একাকার .....

লীলা নগর

ছাতিম ফুলের গন্ধে মাতাল এ কলকাতা
নোংরা শহর, গন্ধা শহর, দূষণ দোষে
আকণ্ঠ বিষ হেঁপো শহর
আশ্বিনের এই শেষ বিকেলের শীতল হাওয়ায়
হঠাৎ কেমন ভাসিয়ে দেছে সুগন্ধ ঢল
ঢলঢলানি ঢলানি সব গাছেরা আজ
শহর জুড়ে!
যে পথে যাই সে পথেরই ধারে ধারে
মাঝে মাঝেই ছাতিম সখী বিছিয়ে ছাতা
থোকা থোকা সাদা ফুলে! ফিট্ সাদা নয়—
হালকা সবুজ আভায় ধোওয়া
নাকি সবুজ পাতার ঘেরা তারই আভাস
নিয়ে এলো দূরদেশী সেই রাখাল ছেলের
হাতে গড়া শান্তি সে কোন নিকেতনের
ছাতিম তলার গন্ধ বিধূর হাওয়াখানি
আঁজলা ভরে
ঢেলে দিলো হেলাফেলার এই শহরে!
উড়িয়ে দিয়ে কলঙ্ক সব লাঞ্ছনা সব
বিষণ্ণ মুখ মুছিয়ে দিলো
সুগন্ধিত শ্বেত রুমালে!
ও কলকাতা
তুই যে সেই রাখাল ছেলের
বাল্যকালের লীলানগর!

সুধাময় হে!

ও গুরুদেব,

কথামৃতের গল্প শোনো :

পিপীলিকা গিয়েছিল চিনির ভাণ্ডারে
স্তূপীকৃত চিনি থেকে এক দানা নিয়ে
ভাবল সে সবটুকু নিয়ে যাবে কাল।

তুমি তো গিয়েছ রেখে সুধার ভাণ্ডার
যত খুশি লুটে নাও খোলা আছে দ্বার।
ভেবেছি কতই নেবো, সঞ্চয়ে রেখে দেবো
সার্থক হয়ে যাবে জীবন আমার!

সাধ আছে, সাধ্য নেই, কিছুতে পাই না খেই
কণামাত্র নিই যেই যাই তরে যাই
ওইটুক নেড়ে চেড়ে হৃদয় পূর্ণ করে
ভাবি, নেবো, কাল নেবো, অভাব তো নাই!

তুমি

আছো

বুকের উপর আছো নৌকার ছইয়ের মতন
নীচে নদী ছলাৎছল বয়ে যায় অনন্ত বিলাসে
রৌদ্র নয়, রৌদ্রের উত্তাপ ঘিরে থাকে
বৃষ্টি নয়, বৃষ্টির উচ্ছ্বাস ভেসে আসে।

ছুঁয়ে নেই, তবু ছুঁয়ে আছি
মাটির একটু দূরে, আকাশের একটু কাছাকাছি
দিনে রাতে আঁধারে জ্যোৎস্নায়
তোমার অস্তিত্ব শুধু অনুভবে মিলেমিশে যায়।

কি নেবে আমার

কি নেবে আমার তুমি? এই ক্লান্তি এই বিষণ্নতা?
আমার সমগ্র সত্তা দুই মলাটের মধ্যে বন্ধ বহুকাল
ভিতরে সক্রিয় উই
এভাবেই একদিন সব কিছু মাটি হয়ে যায় ....
কি নেবে আমার তুমি
এই মাটি এই স্বকীয়তা?

অনন্ত ভূমে কি আশ্চর্য বৃষ্টি পড়ে
শষ্যক্ষেত্রে, বৃক্ষের শরীরে,
জলাশয় কাঁপে শিহরণে,
এমন অমৃত কিছু ঢেলে দাও নষ্ট মাটিতে
সফল অঙ্কুর থেকে ক্রমে
গাঢ় দুধে ভরে যাক শষ্যসকল

অতঃপর পরিণত দিনে
সুপক্ক সম্পদ তুমি তুলে নিও নিজস্ব গোলায়।

আঁধার পেরিয়ে যেতে

স্বপ্নের সেই দীর্ঘ বারান্দায় আমি যাবো না
দূর প্রান্তে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো
কাছে যেতে গেলে
দূরত্ব ক্রমেই দীর্ঘ হয়ে যায়।

আমি দেখি তোমার আঁচল ওড়ে হাওয়ায়
আমি দেখি ওড়ে তোমার চুল
স্তম্ভে হাত রেখে তুমি
আশ্চর্য মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকো
আমি দেখি।

স্বপ্নের দীর্ঘ বারান্দায় আমি যাবো না
আমার দুপাশে উত্তাল বৃক্ষমর্মর
যেন গভীর অরণ্য মধ্যে
গভীর আঁধার।

কথা থাকে

তবু কিছু কথা থাকে,
ঘাসবনে হারিয়ে যাওয়া প্রিয় নাকছাবির মতন,
জড়োয়া গহনায় সেজে মুকুরের মুখোমুখি হলে
কেঁপে ওঠে প্রতিবিম্ব, আনমনা তর্জনী ছুঁতে চায়
হারিয়ে যাওয়া তুচ্ছ অলঙ্কার ...
চকিত ঝিলিক দিয়ে সুপ্ত রশ্মিগুলি
ফিরে ফিরে আসে পুনর্বার ...

শীতের কুণ্ঠিত বেলায় খসে যায় বৃক্ষদের জীর্ণ বেশবাস
বৃক্ষ কি মনে রাখে জীর্ণ চিরবাসের হিসাব
তবু কিছু কথা থাকে, শুষ্ক ঝরা পাতার মর্মরে
নবপত্র সজ্জাভারে সাজার বেলায়
সে কথা শিহর তুলে যায়।

তবু

তুমি আছো মনের গভীরে
যেমন জলতলে থাকে শুক্তি
তার গভীরে থাকে মুক্তা

মুক্তা দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়
হয়ে ওঠে আরও উজ্জ্বল
অতঃপর একদিন
মুক্তাই শুক্তির মৃত্যুর কারণ

জানি, এভাবেই একদিন...
ভালোবাসা আমার ...
তবু ...

মরিচীকা নয়

দিন যায় ...
রুক্ষ মরু পার হয়ে ... বালির পাহাড় ভেঙে ভেঙে ...
ক্লান্ত পায়ে পায়ে ... আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ...

প্রেম তারি মাঝে মরুউদ্যান
সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়ায় ...

মরুদ্যান পায় খুঁজে সকল পথিক?
না পাওয়াও ভালো, তবু মরিচীকা নয়।

তুমি মরুদ্যান না হও যদি—

এসো দ্বৈতস্নানে

বৃষ্টি যেভাবে স্নানায় বৃক্ষের শরীর
আমি কি তেমন পারি তোমাকে, স্নানন্যা!
অসংখ্য ব্যঞ্জনাতুর বৃষ্টি, মৃদু থেকে তীব্রতম
কত তার ছন্দ, বোল, সঙ্গীতে মূর্চ্ছনায়
কত বিচিত্র আদর উল্লাস ...
আমি কি তেমন পারি তোমাকে স্নানন্যা!

এসো বৃষ্টির নীচে দাঁড়াই ...
বৃষ্টির স্পর্শের সঙ্গে মিশে যাক
অঙ্গুলীর জলতরঙ্গ, করতলে মৃদঙ্গ উত্তাল ...
এসো দ্বৈতস্নানে এ ভরা শ্রাবণে!

নিও

অন্ধকারের থেকে কিছু আলো নিও
যে আলো লুকোনো আছে অন্ধকারে।
আঁধার কি লুকোতে পারে আলোর সম্ভার?
পারে, আঁধারের সম্পদ ধূম্রজাল,
ধূম্রজাল ঢেকে দেয় আলোর উত্থান!

আমার বাহির অন্ধকারে মোড়া,
ভেতরের আলো তাকে কখনো কখনো
ভেঙে টুকরো টুকরো করে,
ফেলে ছড়িয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়—ঋজু
আবার কখন নিজেই সে টুকরোগুলি
কুড়োয় ... সাজায় ... গড়ে তোলে দূর্গপ্রাকার
এবং অন্তরীণ।

কিছু আলো নিও, আমার অন্ধকার ভাঙা আলো।

তুমি কাছে এলে

বিশেষ কোনো কারণ নেই তবু, তুমি কাছে এলে
বুকের মধ্যে জলপ্রপাতের শব্দ
একপাল হরিণ যেন বুকের ভিতর
দ্রুতবেগে ছুটে চলে যায় ...

বিশেষ কোনো কারণ নেই তবু, তুমি কাছে এলে
ঘিরে আসে সজল মেঘের ছায়া
মেঘবতী আকাশ যেন নুয়ে পড়ে
তৃষ্ণা আর্ত মাটির কানায় ...

একদিন তুমি আমি পরস্পর হাতে হাত রেখে
ভেসে যাবো হাওয়ায় হাওয়ায়
একদিন তুমি আমি পরস্পর চোখে চোখ রেখে
বুক ভরে নেবো আনন্দ সুধায় ...
বিশেষ কোনো কারণ নেই তবু,
এইসব কথা তোমাকে বলতে গেলে
বুকের দুপাড় ভাঙে কোনো এক নদী
সব কথা স্রোতে ভেসে যায় ...

অপেক্ষা

পীড়িত শরীরে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝড়
কিছুক্ষণ মাতামাতি খেলা ... অতঃপর বৃষ্টি ...
দগ্ধ শরীর পুণ্য সিঞ্চিত তখন

অপেক্ষা করি ঝড়ের ...
অপেক্ষা করি বৃষ্টির ...

নিঃশব্দ সংলাপ

তোমার ছবির রাজ্যে আমি নেই
মোবাইলে তুলে কাকে রাখো, কাকে ফেলে দাও!
পড়ন্ত বিকেলে প্রসাধন শেষে
জিন্‌সের পকেটে ভরে সুগন্ধি রুমাল
এসে বসো সাইবার কাফেতে, খুঁজে ফেরো
        মুখচ্ছবি সুন্দর ... বায়োডাটা, মুহূর্তে মুহূর্তে
ফেলে দাও একে ওকে তাকে—আমি জানি।

তোমার ছবির রাজ্যে আমি নেই
মোবাইলে নেই, নেই কম্পিউটারে এবং হৃদয়েও
        কিন্তু 'চ্যাট্'এ আছি
তোমার বিপরীতে ওই দিকে কোণের খোপেতে
        বসে আমি আড়চোখে দেখি
'কণ্ডিসনার' ধোওয়া তোমার উচ্ছ্বসিত কেশ
কাঁধ ছাপিয়ে নেমে আসা, কখনো অসংযত
উড়ে পড়ে কপালে ও গালে, তুমি সরিয়ে দিলে
মুহূর্তে চিকুর হানে পেলব চিবুক, ওষ্ঠপাশ,
দুলে ওঠে ইয়ারিং, ঢেউ ওঠে বুকে ...
আমার মস্তিষ্কে সব ওলটপালট হয়ে যায় ...
'কম্পিউটার'-গেম-এ দুরন্ত গতির গাড়ি কন্ট্রোল বিহীন
        ধাক্কা খায় বোল্ডারে বোল্ডারে।

খুলে দিই 'স্কাইপ', এসো 'চ্যাট্'-এ
এতো কাছে থেকে তবু কোন উপগ্রহ ঘুরে
নিঃশব্দ বাক্য বিনিময়ে আসো কাছাকাছি
        আমি জানি, তুমিতো জানো না!

চোখে চোখ রেখে কবে হবে ভাষ্যে লাস্যময়ী!

অপেক্ষায়

আমি তোকে কিচ্ছুটি বলবো না
তোর অপেক্ষায় কোকিল ডেকে ডেকে সারা
সেই বকুল গাছ লক্ষ লক্ষ ফুল ফুটিয়ে
মাতোয়ারা সুগন্ধে ঘন করে রাখে
তার পরিমণ্ডল তোরই অপেক্ষায় ...

কেন তুই কোকিলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছিলি
কেন তুই বকুলের শাখা নাড়িয়ে ঝরিয়েছিলি ফুল
ফুলের ঝরনা নেমেছিল তোর চুলে বুকে ও বাহুতে
কলহাস্যে জড়িয়ে ধরে বৃক্ষের শরীর
কেন দিয়েছিলি আলিঙ্গন...

চৈত্রের দুপুরে তীব্র রোদ তীব্র গন্ধ তীব্র সুর
সব একাকার ...
সব নিয়ে বসে আছি, কোথাও যাবো না
আমি তোকে কিচ্ছুটি বলবো না!

নাও

কিছু কিছু সার্থকতা আছে নদীজলে অবগাহন স্নানে
কিছু কিছু সার্থকতা লুকিয়ে আছে
সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে উদ্দাম খেলায় ...
অরণ্য তোমাকে ডাকে, ডাকে নদী, সমুদ্র, পর্বত
তুমি শুনতে পাও না।
মেঘ ডাকে, ডাকে বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া,
তুমি সাবধানে গা বাঁচিয়ে
ঢুকে পড়ো শুষ্ক গহ্বরে,
পথে নামলে পেয়ে যেতে
দেবশিশুদের অপূর্ব পরশ ...
এখনও সময় আছে
খুলে রাখো ক্লান্ত আবরণ
প্রতিটি রোমকূপ গভীরে
ভরে নাও জীবন স্পন্দন।

যদি

তোমাকে রোজ SMS করি
Katodin haini dekha
tomar sathe eka eka
এবং প্রতীক্ষায় থাকি উত্তরের।
মোবাইলে টুংটাং শব্দ হয়, Message আসে
আমি ব্যগ্র হাতে খুলি, দেখি
গানের বিজ্ঞাপন, কিংবা রেডিও, অথবা লটারি ...
জীবন সাথী ডট্ কম বিশেষ সুবিধায়!

তুমি শপিং মলে ঘুরতে ভালোবাসো
তুমি আইসক্রিম খেতে ভালোবাসো
তুমি রবীন্দ্রসদনের সিঁড়িতে বসে আড্ডা দিতে ভালোবাসো
তুমি এ্যাকাডেমিতে পেন্টিং দেখতে ভালোবাসো
তুমি কখনো এস্প্লানেড স্টেশনের চেয়ারে
একা একা চুপচাপ বসে
মোবাইলে গান শুনতে ভালোবাসো
তুমি SMS করতেও ভালোবাসো!

আমি শপিং মলে একা একা ঘুরি
আমি একা একা আইস্ক্রিম খাই
একা একা পেন্টিং দেখি
একা একা বসে থাকি রবীন্দ্রসদনের সিঁড়িতে
কিংবা এ্যাস্প্লানেড মেট্রোর চেয়ারে
একা একা SMS করি—
Katodin haini dekha ...
এবং প্রতীক্ষায় থাকি ...
যদি ...

তোমার জন্য

তোমার জন্য বাইরে আসতেই হয়
যাবো না যাবো না যাবো না ভাবতে ভাবতে
কখন ঠিক পৌঁছে যাই
কে যাবো না বলে আর কে যে পৌঁছে যায়!

আমার মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে
যেমন নিঃশব্দ বিস্ফোরণ ঘটে কুঁড়ির মধ্যে
মেলে যায় পাঁপড়ি সকল
ছড়িয়ে পড়ে সুগন্ধ!

অবুঝ পাঁপড়িগুলি মেলে যায়, মেলেই যায়
সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়েই পড়ে
ফুল কি বাঁধন দিতে পারে
আমিও পারি না!

ভাঙবো না

বলবো না বলবো না বলবো না
আমি তাকে কিচ্ছুটি বলবো না
আকাশ ছুঁয়েছে যে পাখি
কেন তারে মিছে ডাকাডাকি
কোনোদিন দাঁড়ে সেতো ফিরবে না।
ফিরবে না ফিরবে না ফিরবে না।

শুধু জেগে আছে তার মধুগান
শুধু ভেসে আছে তার কলতান
বুকের গভীর কোন পিঞ্জরে
দিন রাত রাত দিন গুঞ্জরে
আমি তাকে বাহিরেতে আনবো না
আনবো না আনবো না আনবো না।

তবু যদি ফিরে আসে ভুল করে
বিস্মৃত স্মৃতিটির পথ ধরে
আমি তার সেই ভুল ভাঙবো না
ভাঙবো না ভাঙবো না ভাঙবো না।

দেখা হলে

দেখা হলে আমি তোকে নির্বাসন দেবো,
দিয়ে, নির্বাসনে যাবো।

তোর অপেক্ষায়
চৈত্রবেলা উদভ্রান্ত উষর, রাঙা কৃষ্ণচূড়া
ম্লান, হরিদ্রাভ হয়ে আসে,
বুকফাটা শূন্য মাঠে ঘুরে ঘুরে ওড়ে দীর্ঘশ্বাস,
চিলের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠ দীর্ণ করে নিঃস্তব্ধ আকাশ।
বৃষ্টি হয়নি, বৃষ্টি নেই,
এই শুষ্ক প্রকৃতিকে কি দিয়ে ভেজাবো?
দেখা হলে আমি তোকে নির্বাসন দেবো,
দিয়ে, নির্বাসনে যাবো।

বুকের ভেতর কথা জমে জমে নিঃশ্বাস নিথর,
যেন একরাশ বর্ষণ-উন্মুখ মেঘ ঢেকেছে প্রান্তর
মেঘের গভীরে শেষ আঘাত দিয়ে বৃষ্টি ঝরাবো—
দেখা হলে আমি তোকে নির্বাসন দেবো,
দিয়ে, নির্বাসনে যাবো।

মেঘদান

এই নাও মেঘ, যদি পারো বৃষ্টি ঝরিয়ে নিও
দুরন্ত গ্রীষ্মের এই দিনান্ত বেলায়
এর চেয়ে বেশি আর কি বা দিতে পারি
শুধু দেখো এই দান বিফলে না যায়
তোমার প্রার্থনা যদি একান্ত না হয়
ব্যর্থ মেঘ ফিরে যাবে রুদ্ধ প্রবাসে।

অরণ্য-নির্জনে মুখোমুখি

নগ্নদেহে হেঁটে যাই কোনো কোনো সময়
স্বপ্নর মধ্যে,

হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে যাই জনপদ ...
ক্রমশ হারিয়ে যায় পথঘাট, চারপাশে
চুপিসাড়ে জেগে ওঠে বনভূমি
এলোমেলো হাঁটি
দুপাশে গাছেরা পাতার ঝালর দোলায়, পায়ের নীচে
কখনও ঘাস কখনও মাটি
কিছু কিছু শব্দ শুনি পাখিদের
কিছু কিছু শব্দ শুনি ঝরনার
আলোতে সবুজ ছায়া ...

মনে হয়
কাকে যেন খুঁজতে বেরিয়েছি
ভাবতে ভাবতে
গভীর হতে গভীরতর অরণ্যে চলে যাই
বুকের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গমের মতো ব্যথা
সহসা দেখি—তুমি অরণ্য-নির্জনে
সবুজ ছায়ায়
পবিত্র পুষ্পের মতো ফুটে আছো
ঠিক তখন
আমি বুঝতে পারি
সব তৃষ্ণা একাগ্র হলে
বুকে অঙ্কুরোদ্গমের মতো ব্যথা
জন্ম নেয়।

মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়
শহর যেখানে রাজত্ব করে
সেই বৃক্ষহীন অরণ্যের পথে
মুখোমুখি।
তোমার শাড়ির রঙ, ব্যাগের কারুকার্য, টুকটাক অলঙ্কার

প্রসাধন বাসট্রাম ল্যাম্পপোস্ট বিজ্ঞাপন-বোর্ড
একাকার-ফ্যাকাসে দলিল ...
ফিরে যেতে যেতে মনে হয়
আমার হাত-পা-মুখ জননেন্দ্রিয়
ঠিকঠাক আছে, কিন্তু মৃত।
কষ্ট হয়
ভীষণ কষ্টে ক্ষয়ে যেতে যেতে আমি
সাগ্রহে বুকের মধ্যে ব্যথা খুঁজি
সেই ব্যথা, যে ব্যথা স্বপ্নের মধ্যে আসে।

কোথাও কোনো অনুভূতি বেঁচে নেই
ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটি
উদ্দেশ্যবিহীন
ভাবতে ভাবতে নিজের কোটরে ফিরে চলি
ভাবতে ভাবতে ঘুম চাই
নিঃসঙ্গ নিঝুম।
কষ্ট হয়
তোমার কষ্টের কথা ভেবে
আমার কষ্টের কথা ভেবে
কষ্ট হয়।
তারপর কখন চোখ জুড়ে অন্ধকার নামে ...
গর্ভিণী নারীর গর্ভে ভ্রূণের চারপাশে
যেরকম আশ্বাসের অন্ধকার ঘিরে থাকে
সেরকম অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে
নগ্নদেহে
গভীর হতে গভীরতর অরণ্যে চলে যাই ...
দুপাশে গাছেরা সবুজ ঝালর দোলায়...
অনাবিষ্কৃত কোন বাতাসের ঢেউ
ভেঙে ভেঙে পড়ে শরীরের তটে ...
বুকের ভেতর সেই ব্যথা-ভালোলাগা ব্যথা...
দেখি—তুমি
অরণ্য নির্জনে
সবুজ ছায়ায়
প্রার্থিত পুষ্পের মতো ফুটে আছো।

চতুরালি

অগ্নি তোমাকে দিয়েছে আভা
তুমি কি সে আভা
ধরে রাখতে পারো?

পুণ্যের সঞ্চয় করে মানুষেরা
পুণ্য ভেঙে জীবন ধারণ নয়
কিংবা রেখে যাওয়া নয় ধন
আত্মজ স্বার্থে
ও শুধুই সঞ্চয়, কোন এক পরকালের,
সে কি আরেক বাসভূমি?

হাসিক্ষরা শিশুর মতো সর্বমনজয়ী
কে আছে জগতে, কে তাকে দিয়েছে আভা
অথচ সে আভা ম্লান হতে হতে দিনে দিনে
ক্রমশ কেমন ক্রুর অন্ধকার হয়ে যায় ... তখন
মনে হয় পুণ্য অর্জনের কথা ...
সঞ্চয়ের চতুরালি ...

এক অনন্ত প্রার্থনা

কেউ না কেউ থাকেই বৃষ্টির প্রার্থনায়, এবং এভাবে
বৃষ্টির জন্য এক অনন্ত প্রার্থনা
ঘিরে থাকে পৃথিবীর অবয়ব
যেভাবে ঘিরে আছে অনন্ত বাতাস।
তুমি একটু মনে করিয়ে দিও
শান্তির প্রার্থনার কথা
যার সঙ্গে দেখা হোক না কেন, মনে করিয়ে দিও
পাখিরা ভোলে না ভোরের গান,
আর প্রতি মুহূর্তেই
পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও ভোর।

এখন অস্ত্র শানানোর শব্দ
বড়ো বেশি ছড়িয়ে পড়ছে পরিমণ্ডলে।

মধু সত্তা, মধুই জীবন

তোমার উদ্যানে ও আঁস্তাকুড়ে খুঁটে খায়
কিছু অনুসন্ধিৎসু বায়স
উদ্যানের চেয়ে আঁস্তাকুড়ে পক্ষপাত তাদের
অবশ্য ঝুলবারান্দায় বসে তুমি যদি
উদ্যানে ছড়াও কিছু খাদ্যকণা
তাহলে হয়তো তারা হুড়োহুড়ি উড়ে আসতে পারে
তোমার চরণতলে
কাড়াকাড়ি করে খেতে পারে
করুণার দান।

বায়স জানে না পুষ্প-বর্ণ-গন্ধ-কান্ত সমারোহ
গভীরে কোথায় তার সুরক্ষিত অমৃত মাধুরী
জানে না সন্ধান।

জানে প্রজাপতি
সারাদিন তাই তার ফুলে ফুলে ওড়াউড়ি খেলা
মধু সত্তা, মধুই জীবন ...

ভালোবাসা ফসিল ফসিল

ভালোবাসা বিষাদ ফসিল
পাঁজরে পাঁজরে পাথরে পাথরে জমা হয়ে আছে।

সেসব বাসনাগুলি বহুদিন লালিত পালিত ছিল
তোমার স্পর্শের প্রতীক্ষায়, তুমি তা জানো না
কিংবা হয়তো জেনে না জানার ভান শুধু
ধরা ছিল উদাসী চোখে পাতায় পাতায়।

সব কিছু একদিন ক্রমশ ফসিল হয়ে যায়...
বৃক্ষ... জীব... এমনকি
না ফোটা ডিমগুলিও সব
প্রস্তরের কঠিন গোলক...
সেসব ফসিল আমি সাজিয়ে রেখেছি
পাঁজরে পাঁজরে পাথরে পাথরে
কবিতার নীরব ফসিলে।

Waiting...

You uttar
Wait, wait, wait,
For away lingering your voice
Still I harken you
I feel I feel I feel
Its not vain waiting

I wait for the moment
        The moment when we meet again
I wait for the moment
        The moment when we walk in rains
The one Umbrella we walk under
We talk
The voice too low for the moment

I wait for the moment when we gain again

জীবন

বালুচরী

পলিমাটি বহে আনো, নিজেই নিজের বুকে গড়ে তোলো চর
হে আমার নদী, হে আমার সাবলীল স্রোতঃশীলা নদী
স্বেচ্ছারুদ্ধ পড়ে আছো, অনাবিল দেহে জমে শ্যাওলার স্তর
শরবন বেড়ে ওঠে সন্তর্পণে শুষে নেয় জীবন জলধি।

পাশ ফিরে শুয়ে আছে জীর্ণ নৌকা কতকাল বালুচরে একা
পারানিয়া কেউ নেই, কত দীর্ঘকাল নেই মাঝিয়ার দেখা
বাতাস শিশুরা শুধু খেলা করে সারা বেলা ওড়ায় সোনার মতো বালি
অবোধ অস্ফুট সুরে গান গায় অবিরাম, বাজায় আনন্দ করতালি।

দুখপাখি

দুঃখ পাখি
ডানার মাঝে মুখ ডুবিয়ে নিঝুম বসে দিন রাত্তির
খাঁচার দরজা খোলা আছে উড়ে তুমি যাও না কেন?
নাকি এমন দুখের রাজ্যে বড়ো আশায় ঘর বেঁধেছ
থাকতে চাইছ পাকাপাকি সারাজীবন?
নাকি তুমি জয় করে এই দুঃখ ভূমি
নাম দিয়েছ দুঃখনগর, গড়েছ এক ধূসর প্রাসাদ
দুঃখপুরী
ডানার মাঝে মুখ ডুবিয়ে সেথায় বসে দিনরাত্তির
বুকের দরজা খোলা আছে, উড়ে তুমি যাও না কেন!

স্টেশনে দাঁড়িয়ে

রোজই ভাবি যাবো, চলে যাবো দূরে ...
অজানা পাহাড় ... নিবিড় অরণ্য কিংবা
অচেনা সমুদ্রের ধারে ঝাউবনে
একা ... একা ... একা ...
ট্রেন চলে যায়, ওঠা হয় না।

অচেনা শহরে চলে যেতে ইচ্ছা করে একা
চারপাশে অচেনা মানুষ
পথে পথে ঘুরে ঘুরে দেখে দেখে
অজানা মুখের সারি
হাঁটতে ইচ্ছা করে সমস্ত দিন ...
কোথাও কোনো বাড়ি নেই যেখানে দাঁড়িয়ে
বলা যায়
দরজা খোলো, আমি—
অমনি দরজা খুলে যাবে, হাসিমুখে কেউ
বলবে—এসো!

অচেনা কোনো গ্রামের প্রান্তে
বৃক্ষের ছায়ায় বসতে ইচ্ছা হয় নিঝুম দুপুরে
একা
টুকটাক পাখির ডাক, হয়তোবা দূর থেকে
ভেসে আসা কোনো শিশুকন্ঠ
অথবা গাভীর হাম্বা ....

যাবো চলে ... নিজেকে নিয়ে, একা ...
গভীরে টুংটাং শব্দ ... ভাবি ...
ট্রেন চলে যায় ...

পেস্‌মেকার

বুকের ভেতরে আছে এক বুক, বর্মের আড়ালে,
কে রাখে খবর!
দুরন্ত শরীর ছোটে— বুনো ঘোড়া বঙ্কিম গ্রীবায়
নৃত্যছন্দে দুরন্ত ঝালর!
তারপর একদিন ... কে যেন ছুঁড়েছে তীর, তীক্ষ্ণ বিঁধে গেছে
ভেদ করে বর্ম পাঁজর ...
অতঃপর ধারাবাহিক শরে শরে জর্জরিত বুক
হয়েছে ক্রমশ চলচ্ছক্তিহীন।

তবু, বুক পেতে আছি, যদি কেউ আনে পেস্‌মেকার
জীবন যাপন আরও কিছুদিন ...

অহেতুক

প্রত্যহ
কিছু কিছু বিষণ্ণতা জমে
বুকের মধ্যে,
এইভাবে অতিক্রান্ত হলে কিছুকাল
একদিন
আমি এক মৃত সত্তা
বহুকাল পৃথিবীতে জীর্ণ বসে আছি
এবম্বিধ অনুভব বুকের ভেতর স্থায়ী
ডিম্বে তা দেওয়া পাখির মতন।

ডিম ফুটলে আরও কিছু বিষণ্ণতা
ছোটো ছোটো ডানা মেলে উড়তে চাইবে—
এসব জেনেও আমি
খুঁটে খুঁটে আহার সংগ্রহ করি,
পায়ে পায়ে জড়ো করি জীর্ণ বসন,
নষ্ট শষ্য, মৃত সব পাখির পালক,
খড়কুটো, ভাঙা খেলনা,
ম্লান আলো, শ্যাওলা আঁধার।

অন্তরে গভীরে

মন খুঁজে পেতে আনে, খুঁড়ে খুঁড়ে মাটির গভীর
তুলে আনে জংধরা বন্ধ পেটিকা,
অতঃপর ঢাকনা খুললে বজ্রের উদগার
পুড়ে যায় বৃক্ষ ঘাস মাটি
আগুনের বেড়াজালে অসহায় তখন ....

মন খুঁজে পেতে আনে ডুবে ডুবে সমুদ্রের তল,
কবেকার ডুবে যাওয়া জাহাজের খোল থেকে
তুলে আনে তালাবন্ধ রত্নপেটিকা
ঢাকনা ভাঙলে বেরিয়ে আসে মৃত্যুদূত
ফনা তুলে সম্মুখে দাঁড়ায় ...

কেন নামা পাতাল সন্ধানে
কেন তুলে আনা
অনিবার্য সমাধিস্থ বন্ধ পেটিকা!

বাঁধন

দশটা ডানা নিয়েও উড়তে পারল না
নারকোল গাছ
অথচ ঝড় তাকে কত সাহায্য করেছিল
মেঘেরা উৎসাহ দিয়েছিল মন্দ্রস্বরে
চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই ...

মাটি তাকে বেঁধে রাখে জীবনের টানে
মাটিতে শিকড়ে বড়ো তীব্র বাঁধাবাঁধি
সে বাঁধন ছিঁড়ে গেলে জীবন বাঁচে না।

দীঘি বুক

জল মরে গেলে দীঘি বুক বড়ই করুণ!
ইতস্তত পড়ে থাকে পোড়া মালসা, ভাঙা হাঁড়ি সরা
বাঁধা ঘাটে শেষ ধাপ দৃশ্যমান—রহস্যহীন সিঁড়ি
নিঃস্ব হৃদয়।
জল মরে গেলে দীঘি বুক বড়ই করুণ!
ইতস্তত নড়েচড়ে জিওল মাছেরা
অসহায় পড়ে থাকে গেঁড়ি গুগলি ঝিনুক শামুক
অতঃপর শেষ রস শুষে নিলে সূর্যতাপ
ফাটাফাটা মাটি অদ্ভুত নকসার জাল কাটে আঁকিবুকি—
আঘাতে আঘাতে দীর্ণ বক্ষ দীনহীন।

অথচ যখন দীঘি ভরা থাকে কানায় কানায়
বাঁধা ঘাটে কয়েকটি ধাপের পর ঢলঢল জল
রহস্যময় অনন্ত পাতাল সিঁড়ির প্রারম্ভ যেমন ...
ঝুঁকে পড়া গাছেদের জল ছুঁয়ে খেলা
মাছরাঙা পাখিদের ছোঁ, পানকৌড়ি ডুব
হাঁসের সাঁতারে দীর্ঘ জলরেখা
মাঝে মাঝে মাছেদের ঘাই বৃত্তসারি—
উছল হৃদয়ে নানা তরঙ্গ যেমন।

মনে রেখো

যে যেখানে থাকো কেন
চিঠি দিও
দ্যাখো, আমার চারপাশে কোনো বৃক্ষ নেই
ছায়া দিতে
কিংবা কাছাকাছি কোনো নদী
যার কাছে পায়ে পায়ে হেঁটে গেলে
পেয়ে যাবো স্নিগ্ধ স্নান ...

যে যেখানে থাকো কেন
চিঠি দিও
বনভূমি ... সমুদ্র ... পর্বত
শঙ্খচিল ... মেষপালক শিশু...
বৃষ্টিভার অবনত মেঘ ...

ভালোবাসা আত্মার মতন

আমি ভালোবাসা ছুঁতে পারি না
অবাধ্য শব্দগুলি সম্বরণ করতে করতে
সময় বহে যায় ...
ভাঙতে ভাঙতে ভাঙতে
লড়তে লড়তে লড়তে
সুরে আর পৌঁছানো হয় না ...

অথচ জানি আছে ভালোবাসা
কোথাও না কোথাও এই বাতাসে
বৃষ্টি কিংবা রোদে
অবিনশ্বর আত্মার মতন।

কিন্তু আমি আত্মাকে ছুঁতে পারি না
অথচ সে আমারই শরীরের মধ্যে
দিব্যি বাস করে
নির্দিষ্ট সময়ে চলে যাওয়ার অপেক্ষায়।

আমি ভালোবাসা ছুঁতে পারি না।

দিতে পারি

কিছুই নিয়ে আসিনি
অথচ প্রত্যাশায় সবাই মুখ চেয়ে আছে
কি বা দিতে পারি
সম্বল এই দেহ, সাথে কিছু অনুভব
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, তাপ, কাম ...
ক্রোধ, লোভ মোহ ...
এরা সব মিলে মিশে আনে দুঃখ সুখ

দুঃখ ও সুখের টানা পোড়েনে
আমি বুনতে পারি কিছু কথা ...
অক্ষর সাজিয়ে গাঁথতে পারি
অনুভবের বালুচরী
যদি নেবে নাও।

কয়েকটি স্বপ্নের জন্য

মাত্র কিছু স্বপ্নের আশায় ...
কয়েকটি ভঙ্গুর স্বপ্ন ...
সম্পৃক্ত সুখের ...

কুয়াশা আচ্ছন্ন এক হিমগিরি শৃঙ্গ থেকে যেন
উৎসারিত হবে এক নদী
উর্দ্ধমুখে তারই অপেক্ষায়
এভাবে জীবন, স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে
সন্ধানী জীবন।

অথচ স্বপ্নের মধ্যে সবকিছু এলোমেলো মেঘ
জলের ওপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যায় পা
বুকের ওপর জন্ম নেয় ঘাস
জলেতে পায়ের চিহ্ন স্থায়ী
ঘাস ছিঁড়ে ঝরে রক্তধারা—অথচ যন্ত্রণাহীন বুক।

সফল স্বপ্নের জন্য নিয়ত যন্ত্রণা রুদ্ধ জীবনযাপনে
ধোঁয়া লাগা চোখ ক্রমশ সজল
শীতল জলের মতো স্বপ্নের আশায়
থাকে অপেক্ষায়।

অতীতের দুঃখ সুখ হাতের মুঠোয় জমা নেই
আজকের সুখ দুঃখ সেও যাবে অতীতের দিকে
অতঃপর দুঃখ সুখ মিলেমিশে এলোমেলো স্মৃতি ....
জলের ওপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যায় পা....
বুকের ওপর জন্ম নেয় ঘাস ...

মাত্র কিছু স্বপ্নের আশায় দীর্ঘতম জীবন যাপন
নদীর ঢলের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরে পা রেখে
চারপাশে উচ্ছ্বসিত জল।

প্রতীক্ষায়

মনে হয় একটা বিস্ফোরণ ঘটবে
যেমন বিস্ফোরণ ঘটে পদ্মের কুঁড়ির ভিতর
তারপর
অনন্ত বাতাসে মেলে শতদল
সুরভি বিস্তার ...

মনে হয় একটা বিস্ফোরণ ঘটবে
বুকের মধ্যে
মেলে দেবে দল একটি কবিতা
থাকি প্রতীক্ষায় ...

হাসি মুখের জন্য

মাঝে মাঝে SMS করি, একে, ওকে,
Hasimukhe thako
হাসি মুখের বড়ো অভাব এখন
এভাবে হয়তো একদিন হাসি দুর্লভ হবে
সুদূরের মৃত কোনো নক্ষত্রের মতন।

যদি পারো SMS কোরো
একে, ওকে, কিংবা
দেখা হলে বোলো—হাসিমুখে থাকো।

দাও

আমি তো রেখেছি পেতে বুক, তুমি বুনবে বীজ
তুমি চলে যাও এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে
আমি দেখি, অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখি
তোমার গমন।

আমিতো রেখেছি পেতে বুক
তুমি ফিরে দেখো না কখনো
এই পৃথিবীর রোদ বৃষ্টি বাতাসের ধারাস্পর্শে
বেড়ে ওঠে সমভাবে শষ্য ও আগাছা
কেউ পায় যত্ন কেউ অবহেলা অশ্রদ্ধা অফুর।

আমিতো রেখেছি পেতে
পাথুরে কাঁকুরে এই রুক্ষ বুক
আগাছার বীজ ফেলে যাও
যদি তার ঘুম ভাঙাতে পারি।
আগাছার প্রাণশক্তি অফুরন্ত অঢেল অটুট
সে আমাকে সার্থকতা দেবে।

দৃষ্টি

শকুন কি স্বপ্ন দেখে
স্নান সেরে স্বচ্ছ নীল জলে
উড়ে যাবে আকাশ গভীরে
পৃথিবী কত সুন্দর
হীরক মুকুট পরা গিরিচূড়া ...
সবুজ বনানী ...
সুনীল সাগর ...
মেলে দিয়ে স্নিগ্ধ ডানা
ঘুরে ঘুরে
দেখে নেবে অপরূপ পার্থিব সম্পদ!

কি গভীর দৃষ্টিশক্তি তার
অথচ সে শুধু খোঁজে শব ....

ব্যথা

এক একদিন সকালবেলা মনে পড়ে যায়
অনেকদিন সূর্য ওঠা দেখিনি
ঠিক তখন মনের মধ্যে ফুঁপিয়ে ওঠে
কেমন এক ব্যথা
সম্ভবত রসকাটা খেজুর গাছের বুকে
যেরকম অসহায় ব্যথা জন্ম নেয়।

মাঝে মাঝে পুরোপুরি সভ্য মানুষের মতো
ট্রেনের টিকিট কেটে ছুটি নিয়ে
দিনক্ষণ বাঁধাবাঁধি করে
সমুদ্রের ধার কিংবা পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে উঠি
গম্ভীর বিজ্ঞ হয়ে সিগারেট ধরিয়ে
শিকারীর মতো কটকটে চোখে
চেয়ে থাকি শ্লেটের মতো আকাশে
কখন ঝুপ করে সূর্য উঠবে লাফিয়ে
তাক করি ক্যামেরায়—

তথাপি ...
ফেরার বেলায় ...
মনের মধ্যে ফুঁপিয়ে ওঠে
সেই এক ব্যথা ...
সম্ভবত রসকাটা খেজুর গাছের বুকে
যেরকম অসহায় ব্যথা জন্ম নেয়।

স্বপ্ন

মন থেকে স্বপ্ন যে নড়ে না
আমি তাকে প্রহারে প্রহারে ক্ষত বিক্ষত করেছি
শেষবেশ বিসর্জন দিয়ে ভেবেছি নিস্তার
কিন্তু কখন জানি না সে দিব্যি বেঁচে উঠে
ঠিক এসে বসে আছে আপন কোটরে...
এভাবেই চলে বারবার...
এভাবেই ঘুরে ফিরে জীবনযাপন ...

সেই নদী সেই বৃক্ষ

সেই নদী, তার উৎস থেকে মোহনা
কিছুই আমি দেখিনি,
যদিও
জন্মের পর
তার পবিত্র জলস্পর্শে
আমাকে শুচি করেছিল মা।
সেই বৃক্ষ—তার শৈশব কৈশোর ও যৌবনের
আমি সাথী নই।
অথচ বাল্যকালে
তার ছায়ায় ছায়ায়
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি আনন্দ
সারাবেলা।

সেই নদী, সেই বৃক্ষ, সেই নদী ও বৃক্ষসম
সহস্র প্রতিপালকেরা
প্রতিনিয়ত আমাকে দুঃখ দেয়, তৃষ্ণার্ত করে।
কিছুই দেখা হয়নি,
পৃথিবীর জন্মের প্রথম সকাল ....

অনন্ত হে

এতটুকু জলে অনায়াসে ছায়া ফেলে অসীম আকাশ,
অনন্ত রোদ্দুর ছুঁয়ে হেসে ওঠে ছোট্ট ঘাস ফুল,
নিখিলের এক বিন্দু রস নিয়ে বেঁচে ওঠে সাবলীল তৃণ,
এক বিন্দু শুক্তি, তাকে নিবিড় যতনে রাখে সাগর অকূল।

অদৃশ্য, অথচ কি একান্ত অপরিহার্য অশেষ বাতাস,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস জুড়ে ভরে ওঠে কি গভীর জীবন আশ্বাস।
এভাবেই আছো পরম ইচ্ছায় ঢেলে অফুরান দান,
ক্ষুদ্র প্রাণে ভরে দাও অসীম এ পৃথিবীর জীবন আঘ্রান।

বৃষ্টি বিন্দু নদীতে সাগরে

নিঃশব্দে
কি সঞ্চয় জমে ওঠে বুকের ভেতর অলক্ষ্যে নিজের?
মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দেখে নিতে হবে,
বিষফুল যদি কিছু থাকে আড়ালে আবডালে
ফলবতী হওয়ার ইচ্ছায়
আলগোছে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে।

সময় দুরন্ত অশ্বে ছুটে যায়,
পদক্ষেপে উড়ে যায় লক্ষ ধুলিকণা—
লক্ষ সৃষ্টি, লক্ষ ধ্বংস—
অথচ উদাস দৃষ্টি, অচঞ্চল মুখ।

নিঃশব্দে
কি সঞ্চয় জমে ওঠে বুকের ভেতর অলক্ষ্যে নিজের?
মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দেখে নিতে হবে,
যেহেতু একদিন
নম্র হাতে সে সঞ্চয় তুলে নেবে উদাসীন যোগী,
মুহূর্তে হারিয়ে যেতে হবে
যেভাবে বৃষ্টির বিন্দু নদীতে সাগরে।

আমি এবং...

সামনে আমার কোনো ছায়া নেই
আলোর উৎসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি তাই!
আলো, এই তীব্র আলো আমাকে দহন করে
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে করে দিতে চায়
অবয়বহীন ছাই।

এখন আমার পিছনে ছায়া
আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করে
আলোর উৎসের মধ্যে চলে যেতে চাই
জানি সে আমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাবে
তারপর... আমি কিংবা সে আর কেউ নাই!

এই করেই চলছে

বিশেষ কিছু না—শুধু একটা দাঁত ভাঙা সাপ
গলায় জড়িয়ে চলাফেরা, তাহলেই
আমি হয়ে যেতে পারি
বাজীকর
বিশেষ কিছু না—শুধু একটা দাঁত-ভাঙা সাপ।

হাতের তালু দেখে
গম্ভীর মুখে যদি বলে দিই
তোমার সুদিন দুয়ারে দাঁড়িয়ে, শুধু
একজন শত্রু তোমার পেছনে
একমাত্র বাধা,
তাহলেই তুমি বিশ্বাসে বিহ্বল
কিছু না—শুধু একটু ভনিতা ভাষণ।

এই করেই তো চালিয়ে যাচ্ছি
বলছি, ভেবো না, এনে দেবো
সোনার গাছে হীরার ফুল
বলতে বলতে অনায়াসে খুলে নিচ্ছি
রূপার নাকছাবিটুকু, ঢেলে নিচ্ছি
উদয়াস্ত পরিশ্রমে আনা
একমুঠো দানা।

বৃষ্টির প্রত্যাশায় আছি

বহুদিন কাটলো হে
মাটির মালসা আর তিনটে ইটের
উনান সাজিয়ে
শীতের কাঁথাখানা আর জোড়াতালি আলখাল্লা
বড়ো ভারীভুরী
এবার খুলে রাখতে দাও।

কাঠবিড়ালীর মতো আর কতকাল
ছুটোছুটি করবো ভয়ে,
কতদিন আর কাঠ কোটরে সঞ্চয় করবো
খোসাটোসা খুদকুঁড়ো।

দেখছি শেষবেশ বুকের ভেতর
কিছু রুখুশুকু মাঠ আছে
আর কিছু শূন্য জলাশয়
অনাদরে আগাছায় ভরে।

এখন বৃষ্টির প্রত্যাশায় আছি হে
কানায় কানায় ভাসবো বলে।

জীর্ণপত্র পাণ্ডুলিপি খুলে দেখ

পদক্ষেপে দুঃশ্চরিত্র সময়ের দাগ
কী করে বলবো আমি ভ্রষ্ট নই।

সমুখের পথ ঘিরে আছে অবিশ্বাসী বাতাস
বলো, কী সুসংবাদ বয়ে আনতে পারি!

চোখে চোখ রেখে কি যেন অমূল্য সম্পদ
দেবে বলেছিলে, অথচ এখন
সংশয়ে পৃথিবী ভরাট।

জীর্ণপত্র পাণ্ডুলিপি খুলে দেখো
কি কাব্য লিখেছি একদিন
নবপত্র দেবদারু বনে বসে
অকলঙ্ক নির্ঝরিণী তীরে
বসন্তের আকুল বাতাসে
পুষ্পগন্ধ সুখভারে আনত হৃদয়ে
জন্মান্তরে।

রক্ত অন্ধকারের মধ্যে

অন্ধকারের মধ্যে প্রবাহিত
খরস্রোতা রক্তের নদী
চিরকাল আমাকে দাপায়—
অন্ধকারে অন্ধ হয়ে আছি, আলো দাও।

আমি তাকে বুঝিয়েছি অনেক
আলো এক আলেয়া, কিন্তু ...
ভাবছি একদিন এবার
মুক্ত করে দেবো, বলবো
রক্ত স্রোতস্বিনী হও
প্রার্থিত আলোর সন্ধানে।

স্রোত

জিয়ন কাঠির জন্য অপেক্ষা ...

সেই কবে পথ চলা শুরু হয়েছিল নদীটির
হিমবাহ দ্রবীভূত জল... বোধহীন অথচ চঞ্চল
সদ্যজাত গোশাবক দুরন্ত যেমন ...

অতঃপর শিলাভূমি, গভীর অরণ্য,
কোমল মৃত্তিকা স্তর, তৃণ আর ফুল ...
কি পবিত্র শুদ্ধ ধারা!

নদীটির সহায়ে সম্বলে গড়ে ওঠে শষ্যক্ষেত্র, জনপদ,
সম্পদে সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ মহান,
বিনিময়ে
কলুষিত নদী, দিশাহারা, পথ খুঁজে ফেরে।
শৈশব ... কৈশোর... অতিক্রান্ত যৌবনকাল...
এত কলুষতা বহনে অক্ষম অপারগ,
কোথায় সমুদ্র হা হা হাহাকার,
কবে হবে শুদ্ধ স্নান ...

আঁতাআঁতি খেলা

জল ও বাতাসের সাথে আছে এক আঁতাআঁতি খেলা
বাতাস শিরশির বইলে জলও কাঁপে তিরতির
বাতাস যখন মৃদুমন্দ ছন্দময়—জল তখন নৃত্যছন্দে
বাতাস যখন উত্তাল
উত্তাল জলতরঙ্গ তখন কি ভীষণ সর্বনাশা হয়ে যায়!

নদী বয়ে যায়...
নদীর উপর দিয়ে বয়ে যায় বাতাসের নদী
সম ছন্দে... কি আনন্দে... বিচিত্র বিভঙ্গে...

আমি রাখাল হতে পারিনি

কি যেন মন্ত্র জানে গাছেরা
সুতরাং বর্ষ পূর্ণ হলে
বসন্ত এনে দেয় দুরন্ত যৌবন
শাখায় শাখায় ওড়ে সবুজ নিশান
নুয়ে পড়ে মঞ্জরীর ভার।

একজন আমাকে বলেছিল মন্ত্র শেখাবে
সে আমার কৈশোরের কথা ... আমি
তার নবীন পাতায় মুকুট গেঁথে মাথায় পরেছি
সে আমার সাথী—বনস্পতি দীর্ঘায়ু অশথ ...
নির্জন প্রান্তর পেরিয়ে নদীতীর—সেখানে
সে ও আমি খেলা করতাম ...
আমি তাকে বলেছিলাম—আমার রাখাল হতে ইচ্ছে করে
ইচ্ছে করে মুকুট গাঁথি সারাজীবন
তুমি শুধু আমাকে শিখিয়ে দাও
নতুন ইচ্ছার মন্ত্র ...

আমি আমার কথা রাখিনি
বহতা নদীর ধারে পবিত্র হাওয়ার রাজ্যে
তাকে ফেলে পালিয়ে এসেছি একা ...

আজও বসন্ত আসে
চৈত্রের বাতাসে কেঁপে ওঠে দীর্ঘশ্বাস ...

একটি ফুলের জন্য

সেই অ না স্বা দি ত অরণ্যে
একদিন হারিয়ে যাবো
যেখানে বুকের কাছে
নুয়ে থাকবে
আলোকলতার ফুল
আমার ভালোবাসা।

এখানে থাকতে ভীষণ কষ্ট
চারিদিকে শুধু
বালিয়াড়ি আর বালিয়াড়ি
আমি বহুকাল ধরে
ফুলগাছের চারা বসিয়ে বসিয়ে
হয়রান
কিচ্ছুটি বাঁচেনি।

গরাদের ওপারে

বৃষ্টি এলো ...
মেঘের পর্দা দুলছে বাইরে
ঘর আর বাইরের মাঝে
দরোজাটা খুলে দাও
আমি বাইরে যাবো

রুদ্ধবাক গাছেরা এখন কথা বলবে
সুখী গাছেরা যাদের
ঘরে বাইরে বলে কিছু নেই
দরোজাটা খুলে দাও
ওদের আনন্দিত কণ্ঠস্বর
আমাকে ডাকছে

ব্যস্ত বাতাস ... বৃষ্টি এলো যে ...
বাতাসের এখন অনেক কাজ ...
এখন মেঘেরা গাছেরা বাতাসেরা
পৃথিবীর গভীর থেকে তুলে আনবে
আনন্দ ...
আমাকে বাইরে যেতে দাও...

রামধনুর সিঁড়ির ধাপে হাত রাখি

কৈশোরের বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেলে
মনে পড়ে
প্রজাপতি ধরার দিন

সহসা দীর্ঘদিন পর
পরিচিত কোনো একান্ত নির্জন পথে
হাঁটতে গেলে
চারপাশে দুলে দুলে খসে পড়ে
পাখির পালক

তখন মনে হয়
ধূসর রূপকথার পাতা সন্তর্পণে খুলে
বিজিত সেই সব রাজ্যগুলি আমার
টহল দিয়ে আসি
ঘোড়া ছুটিয়ে
জানু পেতে বসি
রামধনুর সিঁড়ির ধাপে
হাত রাখি।

বাল্যকালের ইস্টিশন

ট্রেনে উঠলেই
মনের মধ্যে খুটখাট করে ওঠে লোভ
জানলার ধারটুকুর জন্য
বাল্যকালে যেদিন
রেলগাড়িতে উঠেছিলাম প্রথম
সেদিনের মতো।

আজও
জানলার ধারে ভিড় করে আসে
সবুজ প্রান্তর ... গৈরিক নদী ...
দুরন্ত শিশুর মতো ছুটে এসে ছুটে ফিরে যায়
জনপদ ...
মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায় সৌম্য স্টেশন
বয়স্ক শিরীষ বৃক্ষ ...
বাল্যকালের মতো।

ট্রেনে উঠলে আজও
জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ি
কি জানি, যদি পেয়ে যাই
অনেক অনেক দূরে ফেলে আসা
বাল্যকালের ইস্টিশন।

আলো

প্রভাতে সূর্য এলো
মুহূর্তে আমার বুকের ওপর
তীক্ষ্ণ তলোয়ারের আঘাত
আহত আমি লুটিয়ে পড়তে পড়তে
দেখলাম
নরকের দ্বার থেকে ফিরে যাচ্ছি

প্রত্যহ প্রভাতে সূর্য আসে
হাতে তার ঝলকিত তীক্ষ্ণ তলোয়ার
বুক পাতি ...

আহ্বান

সে
আগুনের স্রোতে সাঁতার দিতে দিতে
হাত তুলে আমাকে ডাকে
জীর্ণ বুক শীর্ণ দুহাতে আঁকড়ে আমি
এক পা এগোতে তিন পা পেছোই
সে আমার ভাই
আমি শৈশব থেকে তাকে
আঁকড়ে রেখেছি বুকে শিখিয়েছি
কোনোরকমে টিঁকে থাকা এই আমাদের সম্বল
এই করেই কেটে যাবে ক'টাদিনের জীবন
সেইভাবে একটু আধটু
পা-টা শক্ত করে নাও
কিন্তু কোথায় যেন ভুল ছিলো
তার অনুভবে—আর আমার ভাবনায়
তাই
সে চলে গেলো
আগুনের স্রোতে ...
সে আমার ভাই।
প্রতি গরাস ভাতের সঙ্গে
আমার দাঁতের ফাঁকে ঝনঝনিয়ে উঠছে
ষড়যন্ত্র
প্রতিটি রুটির টুকরোয়
আমি সেঁকো বিষের গন্ধ পাচ্ছি
তবু ... কেটে যাবে ... এইভাবে কেটে যাবে ... ভাবতে ভাবতে
পথ হাঁটতে গেলে
আমার চারপাশে ফুঁসিয়ে উঠছে
বিষাক্ত সাপেরা।
সে আমার ভাই
তার সারা গায়ে আগুনের স্রোত
আগুনে জ্বলতে জ্বলতে
সে আমাকে হাত তুলে ডাকে
আমি জীর্ণ বুক শীর্ণ দুহাতে আঁকড়ে
একপা এগোতে তিনপা পেছোই
ভাবি
কেটে যাবে ... কোনোক্রমে ... এইভাবে কেটে যাবে
কটা দিন ...

গর্ভে ফিরে নাও

মা তুমি আমায় কেন এসময় নামিয়ে দিলে
সময়ের কোলে
অসুস্থ সময়, দেখ, সূর্য ছোঁয়নি বুক বহুকাল তার
অধিকাংশ অঙ্কুর নিঃশব্দে বিনষ্ট মাটির গভীরে
দু'একটি শিশুগাছ কোনোক্রমে বেঁচে থাকছে বিশীর্ণ মলিন
মহীরুহ শাখা থেকে ঝরে যায় অপুষ্ট মঞ্জরী
তুলে রাখা বীজগুলি চুপিসাড়ে খেয়ে নেয় ঘুণ।

মা তুমি আমায় কেন এসময় নামিয়ে দিলে
সময়ের কোলে
সময় করুণ মুখে সূর্যের মুখ চেয়ে আছে
একদিন সূর্য আসবে ধুয়ে দেবে সময়ের মুখ
সেদিন সময় অনিন্দ্য সুন্দর হয়ে যাবে
অসুস্থ গাছেরা সবুজ ওড়না গায়ে দাঁড়াবে সজীব
পাখিদের মূহ্যমান ডানা হবে ছন্দে বেগবতী।

আমাকে এখন তুমি গর্ভে ফিরে নাও
সূর্য্য তপস্যার রক্ষাগৃহ দাও।

আনন্দ নিরুদ্দেশে দীর্ঘকাল

বহুকাল
তোমার দেখা নেই হে
আনন্দ,
কোথায় আছো কোন পরবাসে?
জীবন এখন যেন
শীতার্ত বেলার মূর্ছিত রোদ্দুর
ঝরাপাতা গাছেদের বনে।
বহুকাল
তোমার বাঁশি শুনি না হে
আনন্দ,
কোথায় আছো কোন পরবাসে?

আমার সঞ্চয় নাও

আমার সঞ্চয় অনায়াসে নিয়ে যেতে পারো
শুধু নিঃস্বতা সম্বল
যদি নাও বেঁচে যাই।

চারপাশে বিষণ্ণ বাতাস ভিড় করে আছে
জীর্ণ সময়ের খুঁট গায়ে দিয়ে
নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে
পা মাড়িয়ে নিঃসঙ্কোচে চলে যাও।

বুকের মধ্যে রক্ত আর ছলছলায় না
যদি পারো কেটেকুটে দেখো
সাধের অমৃত দেহ ছেড়ে
মুক্তি নিয়ে যাই।

বিষণ্ণতা জমে উঠলে ...

বিষণ্ণতা জমে উঠলে
বুক বড়ো ভারি হয়
ক্রমশ ছোটো হয়ে আসে শ্বাস প্রশ্বাস
রক্তে জমে ওঠে ক্লেদ ...

বুক ভরে শ্বাস নাও
ভরভর্তি বুক থেকে খসে যাক বিষণ্ণতা
পাহাড় শরীর থেকে নুড়ির মতন
নিষ্কলুষ রক্ত উছলে
বহে যাক শিরায় শিরায় ...
প্রাণ ভরে উঠুক প্রাণে।

শেষ সংকেত

ইত্যবসরে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক
জাহাজ যখন ডুবছেই এবং হাতে আছে
কিছুটা সময় ...
ভাণ্ডারে যা কিছু আছে ভালো ভালো খাদ্য
আর উৎকৃষ্ট পানীয়
সবকিছু উজাড় করে ঢালো
সবাই একত্রে বসি হয়তো বা অন্তিম ভোজনে
তারপর ...

একটা শঙ্খচিল বসে আছে মাস্তুলের শিরে
ওইখান ডুবে যেতে এখনও অনেক বাকি
তারও আগে আমরা বসবো ছোট্ট ডিঙায়।
শঙ্খচিল উড়ে যাবে ভূমির সন্ধানে
যদিও ভূমিতে তার আস্তানাই নেই।

আমরা দিয়েছি শেষ বিপদ সংকেত
যদি কেউ শোনে।
বন্দর অনেক দূর....

না

ওসব দেখো না, যদি চোখে পড়ে চোখ ফিরিয়ে নাও
ওসব শুনো না, যদি শুনে ফেলো ভুলে যাও
ওসব পড়ো না, অন্য কিছু পড়ো ধর্মগ্রন্থ কিংবা পর্ণো
ওসব লিখো না, লেখো মাখো মাখো রসাল কিছু
শান্তিতে থাকো ... সুখে থাকো ... ভালো থাকো ...
তারপর, একদিন দেখবে
তোমার পায়ের তলায় মাটি নেই ...
একদিন শুনবে
বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর শব্দ, ঠিক মাথার ওপর
একদিন পড়বে
তোমার পরোয়ানা।

যাত্রী

এখন তার বুকের মধ্যে ক্যানসার
ছেদন করতে গেলে
বিষম হতে বিষমতর
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি...

একদা বুকের মধ্যে ছিল নন্দনকানন
পত্রে পুষ্পে বর্ণে গন্ধে সমুজ্জ্বল

কিছুই থাকে না
পদ্মপত্রমিবাম্ভসা
শুধুই যন্ত্রণা বেঁচে থাকে
সমস্ত পৃথিবী শুধু যন্ত্রণার আধার
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্...

এখন বিশ্বাস তার ক্রমপুঞ্জীভূত—
এই জীর্ণ যন্ত্রণাক্ত দেহ আমি নয়
একদিন এই দেহ নিঃশেষিত হবে
আত্মা উন্নীত হবে চিদানন্দ ভবে
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহতি পাবকঃ...
অতঃপর নবজন্ম, নবীন শরীর
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়...

বৃষ্টির অপেক্ষায়

আর একটু অপেক্ষা করো, বৃষ্টি নামবে
কতদিন অপেক্ষায় শুয়ে আছে ফুটিফাটা মাঠ
কতদিন ... কত দীর্ঘদিন হুতাশনে জর্জরিত
ধূসর আকাশ
এ দিন অবশ্যই শেষ হবে
আর একটু অপেক্ষা করো, বৃষ্টি নামবে।

বৃষ্টি নামলে মাঠ ভরে নিও কানায় কানায়
বৃষ্টি নামলে রোপণ করে দিও শষ্যচারাগুলি
নুয়ে নুয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে পরম আদরে।
বড় যতনে বাঁচিয়ে রেখেছ বীজতলা
সঞ্চিত শেষ জলবিন্দু দিয়ে।

প্রস্তুতিপর্ব

এখন প্রস্তুতিপর্ব, কর্ষণ করো জমি
পরম যত্নে চূর্ণ করো মাটি
বৃষ্টি আসছে, বৃষ্টি আসছে, বৃষ্টি আসছে ...

তুমি তো জান না অঙ্কুর উদ্‌গমের রহস্য
বীজ থেকে বৃক্ষ সৃষ্টি করে দেবে
এত শক্তিধর তুমি নও
তুমি শুধু রোপন করতে পারো বীজ
কর্ষিত জমিতে
বাকি সব, সব কিছু কে সাজায়!

পরম যতনে চূর্ণ করো মাটি, বুনে দাও বীজ
বৃষ্টি আসছে ... বৃষ্টি ...

নিজেকে আলোয় একা

সকলেই আলোর নীচে এসে দাঁড়ায়
কোনো না কোনো সময় নিজেই।

চারিদিকে নির্জন অন্ধকার,
একাকী আলোর নীচে দাঁড়িয়ে সে
খুলে রাখে বেশবাস, তারপর স্থির নগ্নদেহে
চেয়ে চেয়ে দেখে দেহ জুড়ে কাটাকুটি দাগ, নানা ছাপছোপ
যেগুলি কখনো
এঁকেছে সে আপনার হাতে ...
চারিদিকে নির্জন আঁধার,
একাকী আলোর নীচে দাঁড়িয়ে
এইভাবে নিজেই সে চলে যায় নিজের ভিতরে।

সহসা অস্থির হয়, কোথা হতে ছুটে আসে দুরন্ত বাতাস
হা হা ঝড়, কপাটে কপাটে ঠোকাঠুকি,
সহস্র প্রকোষ্ঠ জুড়ে
আর্তস্বর কেঁপে ওঠে বুকের ভিতরে ...
সুতরাং খসে যায় ত্বকের বন্ধন, মাংস মজ্জা মেদ,
পড়ে থাকে শৃঙ্খলিত হৃদপিণ্ড শুভ্র কঙ্কালে।

চারিদিকে নির্জন আঁধার,
একাকী আলোর নীচে দাঁড়িয়ে সে
বক্ষের পঞ্জর খুলে হৃদপিণ্ড মুক্ত করে দেয়
বহুকাল শৃঙ্খলিত পাখির মতন।

কোলাজ

টুকরো ছেঁড়া কুচো ছবি শত শত সাঁটা আছে
সাদা কালো রঙিন ঝাপসা বা উজ্জ্বল
এসব কিছুরই হয়ত ডাস্টবিনে ঠাঁই হয়ে যেত
কিংবা হয়েছে তাই, ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে দেওয়া ছবিগুলি
তার দু একটি টুকরো, কিভাবে কেমনে এসে সেঁটে গেছে
ক্যানভাসে!
দেখি ... অপলক চেয়ে চেয়ে দেখি আমার জীবন ...

চিত্রবিচিত্র

মহামান্য আদালত, একবার বাইরে আসুন

মহামান্য আদালত, ওকে একটু দেখুন,
আপনার পাশেই—চায়ের হোটেলে
ওই যে ছেলেটি বাঁক কাঁধে
দুপাশে ঝোলানো দুটো জলভরা ক্যানেস্তারা
নামিয়ে রেখেই বসলো হাওয়া দিতে রাক্ষুসে উনুনে
ওর পায়ে দগদগে পোড়া ঘা
আঁচ ঝাড়তে কয়লা ছিটকে এসে
মাত্র গতকাল—
মহামান্য আদালত, ওকে একটু দেখুন।

ও যখন কাজে আসে, রোজ
আপনি তখন গভীর নিদ্রায়।
ছোট্ট ছেলে ঘুম ঘুম চোখে
স্তূপীকৃত কয়লা ভাঙে, ভেঙে যায়
পিঠ তার দু ডানার হাড়,
পেটের ভিতর খাঁ খাঁ মাঠ,
ছেঁড়া জামা ভিজে ওঠে ঘামে।
উনুনে কয়লা ঢেলে জল আনার ছুট্
তখন সূর্য ওঠে ছাইরঙা আকাশের কোলে।
সকাল নটায় জোটে এককাপ চা ও পাঁউরুটি,
বেলা বাড়ে, আইনের কেনা বেচা
বাজারে বাজারে জমজমাট,
কারা সব দিনকে বানায় রাত্রি, রাত্রিকে দিন।
ব্যস্ত খদ্দের আসে যায়
ঘুগনি আলুরদম ওমলেট টোস্ট আর চা
প্লেট ও গেলাস শুধু দেওয়া আর নেওয়া আর ধোওয়া
কপালের নোনা ঘাম গড়িয়ে আসে ঠোঁটে
চারপাশে ঝমাঝম বিচার আর বিচারের
চাকা বেজে যায়
তারি ফাঁকে টেবিলে তখন হয়ত আলোচ্য বিষয়
বাজেট ও শিল্পনীতি, বিশ্বযুদ্ধ, উগ্রপন্থী কিংবা বিপ্লব,
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা মেরে নিশ্চিন্ত মালিক তালিকা,

কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দেওয়া শিল্পপতির
লোকসভায় ক্ষমা চাওয়া চিঠি, কিংবা
কালো টাকা উদ্ধারের একগুচ্ছ সোনালী প্রকল্প।

চাঁছাপোঁছা আলুরদম ও রুটি
এক ফাঁকে খেয়ে নিতে গিয়ে বেলা গড়িয়ে যায়
রাস্তার ওপারে ডাস্টবিনে হল্লা করে কাক
সূর্যবাবু অদৃশ্য হওয়ার তোড়জোড়
নুয়ে পড়া বালক তখন ঘসে ঘসে মাজে
কেটলি ডেকচি খুন্তি হাতা হাঁড়ি।

তারপর অন্ধকার। তখন ঘরেতে ফিরে কি উদ্যম তার!
মায়ের কোলের কাছে বসে খাবে
গরম গরম আলুভাতে ভাত, কোনোদিন চারামাছ ঝালঝাল,
তারপর ঘুম। বাড়ি বাড়ি বাসনের গোছা মেজে
হেজে যাওয়া হাত মা তখন মাথায় বোলায় ...
রূপকথা বলে ...

এই দেশ এই মাটি এই জল এ বাতাস আলো
শুষে নেয় কার লোভী জিভ?
কার উদ্যত হাত সে লোভীর স্বার্থ রক্ষা করে? কেন
পর্বত শিখরের বিষবৃক্ষ থেকে ছড়িয়ে পড়ে বীজ
মালভূমি উপত্যকা সমতল বিষে বিষময় হয়ে যায়!

মহামান্য আদালত, আপনার দেওয়াল ভাঙুন
সওয়াল জবাবগুলি চাপা দিয়ে রেখে ভাঙা ভিতে
একবার বাইরে আসুন।

খাদান

এই গাঁয়েতে হেথায় তখন ছিল পাহাড় বনজঙ্গল
শাল মহুয়া গাছেরা সব গলায় গলায় জড়াজড়ি
তখন আমি ছোটো ছিলাম।
তখন বড়ো ছায়া ছিল এই গাঁয়েতে,
তখন বড়ো মায়া ছিল সবুজ সবুজ, পাখি ছিল, প্রজাপতি,
বন বেড়াল আর নেউল বেজি, চিকন শরীর সাপেরা সব
গা শিরশির, আরও কত জীব জানোয়ার।
তখন হেথায় পাহাড় ছিল, পাহাড় ছিল গাছে ঢাকা
তখন বড়ো নিঝুম ছিল আমাদের গাঁ
হাওয়ায় শুধুই হাওয়া ছিল, তখন আমি ছোটো ছিলাম।

তারপরে সব মিশিন এলো বিরাট বিরাট
দাঁড়িয়ে থাকা গাছেরা সব ভুঁয়ে শুলো
উদোম হলো পাহাড় হেথায়
উদোম পাথর, শুধুই পাথর
ছায়া গেল, মায়া গেল, পাখি গেল, সবুজ গেল
জীব জানোয়ার কোথায় উধাও
আমি তখন জোয়ান মরদ।

ঝিম পাহাড়ের বুকের ভিতর বারুদ পুরে
বুক কাঁপানো কান ফাটানো আওয়াজ তুলে
শুরু হলো পাহাড় ভাঙা, তারপরেতে
জোয়ান মরদ এসো রে সব পাথর ভাঙো
নগদ টাকা হাতে হাতে পাথর ভাঙো
শুরু হলো পাথর খাদান এই গাঁয়েতে
নিঝুম গাঁয়ে শুধুই আওয়াজ দিনরাত্তির
ধুলোয় ভরা বাতাস ভারী দিনরাত্তির,
পাহাড় হলো পাথর কুচি, লুঠ হয়ে যায়
পাহাড় পাহাড় চললো বোঝাই গাড়ি গাড়ি
নিঝুম গাঁয়ে গাড়ির আওয়াজ দিনরাত্তির,
তখন আমি জোয়ান মরদ।

দানব খাদান পাহাড় খেলো, খেলো জমিন
আমার উয়ার তাহার জমিন,

এবার বুঝি ঘরও খাবে!
এখন আমার বুকের ভিতর বিরাট খাদান
দিন রাত্তির কাশি শুধু কাশির আওয়াজ
কোন ভিতরে খুঁড়ে খুঁড়ে তুলতে যে চায়!
এখন সবার বুকের ভিতর খাদান খাদান
তবু সবাই কাশতে কাশতে পাথর ভাঙে
ভাঙতে হবে, নইলে পেটের খাদানখানা
কেমন করে ভরবে কিসে? কোন পাথরে?

কালামাটি

মাটি ছিল মাটির গোপনে
আরও তাকে ঢেকেছিল
ঘাস বৃক্ষ লতা গুল্ম
সযত্নে সাজিয়েছিল নুড়ি ও পাথর
ফুল ছিল পাখি ছিল
আর ছিল ঈশ্বরের পবিত্র নিঃশ্বাস—
নির্মল বাতাস।

ক্ষুধিত মানুষ মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খায়
যত খোঁড়ে ততই সুস্বাদু মাটি
তত শক্তি, সতত উত্তাপ
ছিঁড়ে ফালা ফালা করে কোমল জঠর।

তারপর চারিদিকে দলা দলা দেহস্তূপ
ঘাস বৃক্ষ লতা গুল্ম কিছু নেই
ফুল নেই পাখি নেই
কালোঝুলো করুণ আকাশ
ঝুঁকে থাকে মাটির উপর।

দূরে
নীল পাহাড়ের কোলে
সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে ভীত ত্রস্ত বৃক্ষের দল
শীর্ণ এক স্রোতস্বিনী অবিরাম কেঁদে বয়ে যায়।

আদিবাসী

প্রশ্ন ঃ

ভ্রূণ হত্যার বিজ্ঞাপন কোমরে ঝুলিয়ে
থিকথিকে নোংরা গা ন্যাংটো পাগল যেন
ফুটপাথে দেবদারু
পায়ের কাছে দুনিয়ার লোকের ওয়াক থু।

গোনাগুনতি কটা কুটেধরা পাতা আর
জিরজিরে কটা ডাল নিয়ে
কেন বেঁচে আছিস রে বেল্লিক
কলকাতার ফুটপাথে?
লজ্জা ঘেন্না কিছু নেই?
দুর ছাই নেড়ী কুত্তাটা পর্যন্ত
গায়ের ওপর পা তুলে ইয়ে করে যায়!

উত্তর ঃ

যদি হাঁটতে পারতাম ঠিক চলে যেতাম
নীল পাহাড়ের দেশে
যেখানে রাতদিন ঝরনার ঝিমঝিম গান ...
নিঝুম নিঃস্তব্ধ রাতে মাঝে মাঝে স্বপ্নের ভিতর
মাদলের শব্দ বেজে ওঠে
পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায় ...
মরে যাবো, দেখো, একদিন নিশ্চিন্তে মরে যাবো
একটি পুষ্ট বীজ শুধু তুলে নাও
কথা দাও রেখে আসবে
নীল পাহাড়ের দেশে ঝরনার ধারে
কোমল মাটিতে—
কথা দাও!

হে পাগল, হে মগ্ন পাগল

নগ্ন পাগল আত্মমগ্ন হেঁটে চলে যায়
মুখ ঢাকা রুক্ষ চুল দাড়ি, পিচুটি জড়ানো চোখ

ঊষাকাল!
অমল সূর্যের নম্র উষ্ণতায় গলে যাচ্ছে রাত্রির হিম।
সেই তাপ গায়ে মেখে নগ্ন পাগল হেঁটে যায়।

ফুটপাথে হাইড্র্যান্টের ঘাটে লেগে গেছে কলরব—
পেরিয়ে গেল।
কাঁধে স্কুল ব্যাগ কলকাকলিত শিশুদল
থমকে দাঁড়িয়ে ভয়ে পিছিয়ে গেল
সে দেখতে পেল না।
জঞ্জাল বোঝাই গাড়ি প্রায় তার ঘাড়ের ওপর
পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে চালকের কটূক্তি
সে নির্বিকার।

নগ্ন পাগল আত্মমগ্ন হেঁটে চলে যায়
যেন এ জগতে হাঁটে শুধু অন্য কোনো জগতের প্রাণ।
কি গভীর ভাবনা তার? কি দুঃখ কি শোক?
কোন তীক্ষ্ণ শূল ছিঁড়ে দিয়ে গেছে সব শিকড় বাকড়
নড়িয়ে দিয়ে গেছে ভিত্তিমূল?

পাগল জানে না
অতীতের দুঃখ কিংবা সুখ হাতের মুঠোয় কিছুই থাকে না
আজকের দুঃখ সুখ সেও চলে যায় অতীতের দিকে
শুধু বেঁচে থাকে কিছু স্মৃতি স্বপ্নের মতন ...
তারপর একদিন স্মৃতির বাহকও চলে যায় ...
চিরায়ত সূর্য শুধু গাঢ় তাপে গলিয়ে দেয় হিম ...

জনৈক অবসরপ্রাপ্তের জবানবন্দী

কেউ একটা বিড়ি পেলে সন্তুষ্ট, কেউ বা একটা সিগারেট
কাউকে খুশি করতে একটা সিকি যথেষ্ট
কারো জন্য চাই পুরো একটা টাকা।
অবশ্য লাখ লাখ টাকা ঘুষের দেশে
সারাজীবনে আমার
এক টাকার বেশি
কাউকে ঘুষ দিতে হয়নি,
অর্থাৎ কিনা মানুষটা আমি এই পর্যায়ের।
কিন্তু এখন শেষ বয়সে
আশি টাকার পেনশন তুলতে
পুরো দুটো টাকা ঘুষ দিতে হয়
মানে কি-না—সিকি ভাগ পাওনা পেতে
চৌগুণ দস্তুরি।

আটাত্তর টাকা থেকে কিছুই
বাড়িতে দিতে পারি না, যদিও
ধুমপানের খরচ খুবই কমিয়েছি,
আর পারতপক্ষে
ট্রামে বাসে চেপে
কোথাও যাই-টাই না।
কিন্তু বুকটা জীর্ণ হয়ে গেছে,
নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, সুতরাং
শরীরকে ঘুষ দিতে
ওষুধের পেছনে সব ঢালছি।
বাড়িতে দুগণ্ডা প্রাণীর মধ্যে
আমি একেবারে ফাল্‌তু—কেউ দেখে না মরে কি বেঁচে
এমন কি সহধর্মিনীও।
কপাল ভালো, বড়ো ছেলে-বৌ
সংসারেই আছে—চালাচ্ছে
নইলে চোখে ধুতরো ফুল।

ছোট্ট নাতিটা একটু যা

দাদু দাদু করে
তবে
বিকালে বেড়াতে বেরুলে
রোজ একটা চকোলেট
তার ঘুষ চাই।

ও! বলতে ভুলে গেছি!
দশ পয়সা ঘুষ প্রতি মাসে
ঈশ্বরের জন্য বরাদ্দ
বলি, তাড়াতাড়ি তুলে নাও হে!

বয়স্কের জামা গায়ে শিশু

বয়স্কের জামা গায়ে শিশু এক
ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট খুঁটে খায়
ঝলমলে হাতা আপদলম্বিত আলখাল্লা গায়ে
অবধূত যেন ধূলায় ধূসর।

একমেব অদ্বিতীয় ঈশ্বর তাকে আদুড়গায়ে ডাস্টবিনে ফেলে
আপন কর্তব্য সমাপনান্তে, স্মিতহাস্যমুখে
দেবালয়ে বিশ্রামমগ্ন, তাঁর চারপাশে
পুষ্পের স্বর্গীয় সুবাস ...

সুতরাং কোন এক দ্বিতীয় ঈশ্বর
পরিত্যক্ত জীর্ণবাস স্বগৌরবে তুলে দেয়
আদুড় শিশুর গায়ে, তারপর গভীর সন্তোষে
আয়নায় দেখে পরিতৃপ্ত মুখ।

জীর্ণবাস গায়ে দিয়ে শিশু
তৃতীয় কোন এক ঈশ্বরের ভুক্তাবশেষ
একাগ্রচিত্তে খুঁটে খুঁটে মুখে তুলে নেয়
ডাস্টবিন থেকে, তার চারপাশে
গলিত শবের গন্ধ ...

কলকাতার শীত এবং
এক অশীতিপর বৃদ্ধ

চিড়িয়াখানায় সাপেদের মহাভোজ সেরে নিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার সংবাদ
একদিন ছবিসহ ছাপা হয়, আর একদিন
যাযাবর পাখিদের উষ্ণমণ্ডলে আসার সংবাদ।
বইমেলা ও ফুলের প্রদর্শনীর পাশে
দূররাজ্যে তুষারপাত কিংবা শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যুর খবর
তেমন উল্লেখযোগ্য নয়
বরং শালওয়ালা কিংবা সোয়েটার হাতে ভুটিয়া রমনী
অথবা ফুটপাতে দেহাতীর আগুন পোহানো ছবি
কিঞ্চিৎ দর্শনীয়।

আজন্ম শহরবাসী এক অশীতিপর বৃদ্ধ—যাঁর বুক
ধোঁয়া সচেতক যন্ত্র প্রায়—এসব পুরোনো ছবি দেখতে দেখতে
পড়ন্ত বেলায়
ফুটপাথে দাঁড়ানো এক দেবদারুর গায়ে গা ঢেলে দাঁড়ান।
আজন্মকাল একইভাবে দেখা এই বৃক্ষ বন্ধু তাঁর।
ক্রমশ বেড়ে ওঠে ধোঁয়াস্তর শহরের গায়ের উপর ...
শ্বাসকষ্টে সঙ্গীন বৃদ্ধ অপেক্ষায় থাকেন
দখিনা বাতাসের ...
বিগত কয়েক বছর তিনি একটি শুকনো দেবদারু পাতা
কুড়িয়ে নিয়ে যান প্রথম ফাল্গুনে
সযত্নে লেখেন—১লা ফাল্গুন তেরোশো ...
এভাবেই এসেছিল সন চোদ্দোশো-শতাব্দী নবীন ...
এভাবেই অনাগত আরও কিছু বৎসরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে
সুখ স্মৃতি রোমন্থন এবং অপেক্ষা হয়ত শতায়ুর।

ঘেউ

কেউ তো বলেনি তাকে, তবুও সে অতন্দ্র প্রহরী
রাত্রের প্রহরে প্রহরে তার তীব্র কণ্ঠস্বর
নৈঃশব্দ ভেঙে ভেঙে দীর্ণ বিদীর্ণ করে দেয়।
গলির এ প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত তার এক্তিয়ারে
এখানে গভীর রাতে অজানা অচেনা কারো প্রবেশ নিষেধ।
কেউ তো বলেনি তাকে, তবুও সে অতন্দ্র প্রহরী।

অতঃপর ভোর রাতে পরম নিশ্চিন্তে ঘুম
রাস্তার পাশে কিংবা বারান্দার নীচে।
অনেক বেলায় জঠর জ্বালায় ভাঙে ঘুম,
সুতরাং খাদ্য অন্বেষণ ডাস্টবিনে!
পেটের এককোণা ভরাতে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে দিবস যাপন!

গতকাল মধ্যরাতে কারা যেন এসেছিল আগন্তুক
গতিবিধি ভীষণ ভী-ষ-ণ সন্দেহজনক
ছুটে গিয়েছিল সে, প্রচণ্ড চিৎকারে প্রতিহত করতে চেয়েছিল
কিন্তু ওরা পরম আদরে ছুঁড়ে দিলো আশ্চর্য খাবার,
কি সুগন্ধ! কিবা স্বাদ! জীবনে এমন খাদ্য কখনো জোটেনি!
গভীর তৃপ্তিতে পেট ভরে খেয়েছিল নিঃশব্দে নীরবে।
তারপর ঘুম! ভরাপেটে এমন তৃপ্তির ঘুম কখনো আসেনি!
তাই বুঝি চিরতৃপ্তি নিয়ে চিরঘুমে ঘুমিয়ে আছে সে।

সামনের বাড়ির দরজায় পুলিশ ও প্রতিবেশীদের
কী ভীষণ ভিড়!
ঘরের ভেতর পড়ে আছে রক্তস্রোতে
গৃহবাসী মানুষটির নিথর শরীর...
... স্ট্রেচারে ওঠানো হলো .... নিয়ে যাবে নগর রক্ষক...
ময়না তদন্ত হবে ...

ওইখানে একটু দূরে পড়ে আছে
অতন্দ্র প্রহরীর শান্ত মৃতদেহ
কেউ চেয়েও দেখে না ...

বেওয়ারিশ

ও সনাতন,
ও কাদের হাড়, কাদের খুলি
জলার ধারে, গাছের নীচে, নয়ানজুলি খালের জলে
ও কাদের লাশ উপুড় পড়ে অবহেলায়-সবুজ গাঁয়ে
ও সনাতন!

যে হাত মেরেছে, মরেছে যে হাত
ওই হাতগুলি একদিন
পাশাপাশি চষে ছিল মাটি, ব্যস্ত হাতে রুয়েছিল
সবুজ সজীব ধান চারা
একটু জিরেন নিতে গাছতলায় পাশাপাশি বসে
পান্তা ভাতে হাত ডুবিয়ে
বলেছিল সুখ দুঃখের কথা,
তারপর বিড়ি ধরিয়ে ছিল এ-ওর আগুনে।

ও সনাতন,
তোদের গাঁয়ের অনেক দূরে
ওই শহরে
কাঠাখানেক জমি বিকোয় কোটি টাকায়
ও জমি দেয় না ফিরে এক গুচ্ছ ধান
কিন্তু ওখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে
ওঠা নামা করে ধানের বাজার
তোদের পান্তা ভাতে টান পড়ে যায়।

একমুঠো ভাতের জন্য ওই হাতগুলি
নতবুকে খেটেছিল পাশাপাশি, হাতে হাজা, পায়েতে
পাঁকুই
তারপর
কার স্বার্থ রক্ষার তাগিদে অস্ত্র তাগ করেছিল
পরস্পরে?
ও সনাতন,
ও কাদের হাড়, কাদের খুলি
জলার ধারে, গাছের নীচে, নয়ানজুলি খালের জলে
ও কাদের লাশ উপুড় পড়ে অবহেলায়-সবুজ গাঁয়ে
ও সনাতন!

সুখ-অসুখ

ও সনাতন,

রাঙা মাটির দেশে বড়ো স্বস্তি ছিল
বন জাঙালের ছায়া ছিল, নদীর মিঠা হাওয়া ছিল,
মাদল ছিল, বাঁশি ছিল,
রাঙা মাটির দেশে বড়ো স্বস্তি ছিল।

ছিলনাকো পাকা দালান, ভোগ বিলাসের নানা জোগান,
বিজলি আলো, পাকা সড়ক, পেট ভরা ভাত, জল অফুরান

নাই নাই নাই নাইয়ের দেশে জীবন ছিল বড়ো কঠিন
সুখের কেমন মুখ কে জানে! কেউ দেখেনি
রাঙা মাটির দেশে তবু স্বস্তি ছিল।

ছিল, অনেক শোষণ ছিল তলে তলে, ছিল অনেক অবহেলা,
কোন ঘুঘুরা চরতো ফিরে ডালে ডালে
চুপিসারে খেয়ে নিতো জীবন রসদ
সরল মানুষ, না বুঝ মানুষ বুঝতে অবুঝ
তবু সবার মাটির জীবন ধন্য ছিল!
রাঙা মাটির দেশে বড়ো স্বস্তি ছিল।

এ কি হলো?
এ যেন কোন দৈত্যরাজের ক্ষুধার তরে
রোজ পাঠাতে হবে মানুষ
বাতাসে তার ক্ষুব্ধ শ্বাসের দাপাদাপি
রক্ত নেশায় মেতে আছে তপ্ত স্নায়ু
নিজের ভায়ের মুখগুলো সব চিনতে অবুঝ
অনায়াসে থাবা হানে, প্রাণ কেড়ে নেয়
রাঙা মাটির দেশের বড়ো অসুখ এখন
ও সনাতন!

পাতা কুড়ুনিয়া

মায়ের কোল থেকে নেমে প্রথম সে হামাগুড়ি দিয়েছিল
শালবনে
এবং প্রথম মায়ের হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা
এখানেই
বাল্য ও কৈশোরে ছোটাছুটি লুকোচুরি খেলা
আলো আলো ছায়া ছায়া বনভূমে
প্রথম যৌবনে হয়তোবা প্রথম প্রণয়—
মানবীর হাত ছুঁয়ে নতুন শৈশব...

বাল্য ও কৈশোরে পাতা কুড়োনোর খেলা
ক্রমশ জীবিকা তার
ঝুঁকে ঝুঁকে নুয়ে নুয়ে পাতাগুলি কুড়োতে কুড়োতে
ব্যথা ক্লান্ত শিরদাঁড়া—এভাবেই কেটেছে জীবন
কখন পেরিয়ে গেছে যৌবনের কাল ...

সে দেখেনি অর্ধশত তল বিশিষ্ট মহা অট্টালিকা
চলমান সিঁড়ি ঘেরা সুপার মার্কেট
সাততারা হোটেলের বিলাস বৈভব
বিমানের অভ্যন্তর ...
দু চারবার ট্রেনে চেপে গিয়েছিল মহানগরেতে
নিশান হাতে হেঁটেছিল মিছিলে মিছিলে
শেখানো স্লোগানে চেয়েছিল সমানাধিকার
সহস্র জনতার ভিড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
শুনেছিল বুঝি দৈববাণী—
এভাবেই আসবে একদিন
অভাব ও অনটনহীন স্বচ্ছল জীবন ...

সময় এগিয়ে গেছে ... পাতাঝরা পাতা গড়া
কতবার খেলেছে শালবন ... পাতা কুড়ুনিয়া
ফিরে ফিরে গেছে তার কাজে, ঝুঁকে ঝুঁকে নুয়ে নুয়ে ...
বিশ্বাস তবু ছিল বুকের কোথায়
মাঝে মাঝে চলে যেত মিটিং-এ মিছিলে ...

কিন্তু মিছিল ভেঙে চলে গেল যারা অন্যপথে
সংঘবদ্ধ হলো আগ্নেয়াস্ত্র হাতে
তাদের পথেতে যেতে মন সায় দেয়নিকো তার
অতএব রক্তস্রোতে শুয়ে আছে
শালবনে শুকনো পাতায়
শৈশব কৈশোর যৌবনের সব রক্ত
স্রোতস্বিনী হয়ে জমাট বেঁধেছে
শরীরের পরতে পরতে ...

তখন ...বহুদূরে
সাততারা হোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে
সমবেত বৈঠকে মুঠো হাত খুব ছোঁড়াছুঁড়ি করে
দূর সে মঞ্চের দেবতারা
শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিজ্ঞায় খুব উষ্ণ হয় ...
অন্তিম মুহূর্তে পাতা কুড়ুনিয়া
শুনতে কি পায় সেই দৈববাণী?

দেবতারা ... অতঃপর ...
কাগজ রুমালে মুছে আঙুল ও ঠোঁট
বসে যায় সাততারা মহার্ঘ ভোজনে
ভোজনান্তে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে
উড়ে যায় বিদেশ ভ্রমণে
শ্রেণীহীন সমাজের চাবির সন্ধানে ...

আপাতত... পাতা কুড়ুনিয়া ... শেষ নিঃশ্বাসের ক্ষণে
দু মুঠোয় আঁকড়ে ধরে কিছু ঝরাপাতা ....

অধিকার পরিহাস

ও সনাতন,
তোদের গ্রামে শিল্প এলো
শিল্পে বড়ো কালো ধোঁয়া, ধোঁয়ায় ভরা কালো ধুলো
ধুলো এখন খড়ের চালে, লাউয়ের মাচায়,
দোর উঠোনে, গাছের পাতায়, ভাতের থালায়
কালো ধুলোয় সোনার ফসল ঢেকে গেল
ও সনাতন, তোদের গাঁয়ে শিল্প এলো।

ধুলো বাঁধতে ছাঁকনি লাগে
কিন্তু ছাঁকনি দিলে হবে? খরচা আছে!
তাই তো ধুলো ভাসিয়ে দিলো শিল্পওয়ালা
বাতাস গায়ে—যাক্‌গে যেথায়
শিল্প এলো, ও সনাতন, গ্রামে হেথায়।

ছাঁকনি নাকি 'কম্পালসারি'
তবে যা না—'কমপ্লেন' কর্‌
ছোটো মাঝু বড় দুয়ারে ঘুরে ঘুরে
ক্ষইয়ে ফেল হাওয়াই চটি গণ্ডাকতক
সব কানেতে গোঁজা আছে তুলোর গোলা
সব চোখেতে আঁটা আছে ঠুলি-ঠোলা
রাস্তা আছে আরো— যা না আন্দোলনে
পেটের ভাতের ধান্ধা ছেড়ে দল বেঁধে যা
খুব মুঠো ছোঁড় হাওয়ায় হাওয়ায়, লবডঙ্কা।
কালো ধুলোর স্তর জমেছে সোনার ক্ষেতে
ক্ষেত দিয়েছে এ মরসুমে কালো ধান্য
মহানন্দে খাবি এবার কালো অন্ন।

তা বলে তুই ভুলেও কিন্তু রাগ করিস না
রাগের বশে কখনো তুই ভেঙেচুরে আগুন দিস্‌ না
ভাবনা কিরে, হাত তো ওরা বাড়িয়ে আছে
বাপ-পিতিমের সোনার মাটি বেচে দিয়ে
খুইয়ে ফেলে লাঙল ধরার তোর অধিকার
ফুসফুসটা বাঁধা দিয়ে কালো ধুলোয়
যে কটা দিন বাঁচতে পারিস!
যা না চলে! ও সনাতন!

ক্রীড়নক

দাঁত বের করে হাসে মাটি মাখা কঙ্কালের মুখ
ও মাটি খেয়েছে শুষে রক্ত মাংস মেদ, পড়ে আছে হাড়,
সেগুলোও খেতো, কিন্তু তার আগে হয়ে গেছে আবিষ্কার।
দশটা বছর নিখোঁজ তালিকা থেকে চিহ্নিত আরেকটি নাম,
হাতের আঙুলে আটকানো ছিল লোহার আংটি,
সে দেখেই চিনে গেছে অভাগা সন্তান।
কৈশোর কালে তার ওই হাত কত করেছে আদর
পরিণতি দেখে সন্তানের চোখ ঝাপসা হয়ে যায়
অবোধ বাতাস তার কানে শব্দ করে-আয় বাপ আয়!

মাটি তাকে দিয়েছিল ঢের উপহার
অঞ্জলী ভরে নিয়ে সোনার ফসলে সে হেসেছে বহুবার প্রসারিত মুখে
ধানটুকু ঝেড়ে নিয়ে খড়টুক খেয়ে
কালো গাই জুগিয়েছিল দুধ সন্তানের মুখেতে যখন
তখনও সে হেসেছিল ভারি আহ্লাদে।
তারপর কারা যেন বিষিয়ে দিলো মাটি
মাটির মানুষ সব হয়ে গেল দানো
কুটিল আবর্ত ঘোরে বাতাসে বাতাসে
প্রাণ কেড়ে নিতে চায় তীব্র অবিশ্বাসে।
প্রাণ কেড়ে নিলে দেহ বড়োই জঞ্জাল
দানো তাই লুকিয়ে ছিলো মাটির গভীরে
শুষে নিতে রক্ত মাংস হাড়গোড় মেদ
মাটি খেয়ে নিল কেউ পাবে না নাগাল।

কে তাদের দানব করেছে? কে হাতে দিয়েছে তুলে অস্ত্রের সম্ভার?
তারাও তো ছিল ভাই বন্ধু সহমর্মী একদিন
দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে
কে তাদের করেছে ঘাতক? মেলে না উত্তর
অবোধ বাতাস শুধু সন্তানের কানে শব্দ করে — মর্ মর্ মর্।

বিনিয়োগ

গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, কিন্তু গোপাল
এখন উচ্চশিক্ষার জন্য টাকা লাগে অনেক
তবে ব্যাঙ্ক তোমার জীবন বন্ধক রেখে
টাকা দেবে অনেক, অ-নে-ক!
তাই শিক্ষান্তে তোমাকে রোজগার করতে হবে
অনেক অনেক অ-নে-ক টাকা!
বস্তুত অনেক টাকা রোজগারের জন্যই অনেক শিক্ষা
তাই অনেক শিক্ষার জন্য অনেক টাকা তো চাই-ই!

গোপাল,
শৈশবে তোমাকে দুধ খাওয়ানো হয়েছে
ভবিষ্যতে অঢেল টাকা আনবে বলে,
কৈশোরে তোমাকে স্কুল গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
ভবিষ্যতে...
এভাবে এখন তুমি যৌবনে...
এখন উঁচুতে উঠতে গেলে
চাই অনেক টাকা
তাই জীবন বন্ধক রাখো
উঁচুতে ওঠা তো অনেক টাকার জন্যই!

গোপাল যেমন ভালো ছেলে রাখাল তেমন নয়।
রাখাল সারাদিন শালবনে খেলা করে
খেলতে খেলতে পাতা কুড়োয়
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু চারপাতা পড়েছে
সেই তো অনেক!
যৌবন আসে শাল মহুয়ার বনে... অযত্নে, এমনই...
যৌবন আসে রাখালের শরীরে, চরম অযত্নে, এমনই...
যৌবন বাঁচতে চায়, বাঁচতে গেলে চাই টাকা
টাকার জন্য কাজ চাই,
পাতা কুড়িয়ে কাঠ ভেঙে দড়ি বুনে
এভাবে কি বাঁচা যায়?
এভাবে তো বাঁচা যায়!

ভয় নেই, ও রাখাল, তোমাকে বাঁচতে হবে
যতটুকু দিলে বাঁচিয়ে রাখা যায়
ততটুকু বরাদ্দ তোমার
তোমাকে বাঁচানো হবে
অনুদান... দয়া... দাক্ষিণ্যে!

মোচড়

আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে বৃষ্টি এলো
ও সনাতন, ওই হাত আরও কত আষাঢ়ে আষাঢ়ে
ভেঙেছে মাটি, সোহাগী মৃত্তিকা!
ওই হাত-চোদ্দ পুরুষের হাত- কত যুগ ধরে
তুলেছে আগাছা, সরিয়েছে কাঁকর,
চাষযোগ্য করেছে জমিন!

ঝেঁপে বৃষ্টি এলো, ও সনাতন, তোমার নিস্পৃহ হাত
আজ
বিলি কাটে মাটির দাওয়ায়,
নিস্পৃহ উদাস চোখ বৃষ্টি দেখে,
প্রথম বৃষ্টির সেই উচ্ছল চাহনি
তুমি কোথায় ভাসালে!

আকাশ গান গায়, বুকের মধ্যে ব্যথার মোচড়
আকাশের গান উছলে দিত ও বুকের স্তর
সে বুক কোথায়
সমাধিস্থ কংক্রিটের স্তরে!

বুকের মধ্যে বড্ড মোচড়, ও সনাতন,
দাওয়ায় বসে ধূসর চোখে তাকিয়ে দূরে
মূষল ধারা ঝাপসা করে দূরের পাঁচিল
যার ওপারে তোমার জমিন— তোমার জীবন!

বুকের মধ্যে বড্ড মোচড়, ও সনাতন!

দুর্যোগে আঁধার

মধ্যরাত্রে অন্ধকারে থেমে গেল ট্রেন
বাইরে প্রবল বৃষ্টি
পেছনের স্টেশন অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে
এবং সম্মুখে
নিকটবর্তী নিশানা কতদূর
জানা নেই।

দুপাশে কি ধূ ধূ মাঠ অথবা জঙ্গল কিংবা নদীতীর?
নাকি একটু দূরে সমুদ্র উত্তাল—তারই গর্জনের শব্দ
ভেসে আছে বাতাসে বাতাসে?
জনপদ কাছে, নাকি অনেক দূর?
সার্সি তুললে মাটিতে চৌখুপী আলো
কিছু নুড়ি কিছু ঘাস বৃষ্টিতে নড়চড়
আর কিছু নেই।

অন্ধকারে মাঝপথে থেমে গেল ট্রেন
সামনে কি ভেঙে গেছে সেতু?
অথবা বন্যার স্রোতে ভেসে গেছে পথ?
বিশাল সমুদ্রে যেন দিগভ্রান্ত ছোট্ট এক তরী
ওপরে আকাশ আছে, এ ছাড়া অধিক কিছু
দিশা নেই।

একমাত্র সহায় সম্বল কামরার আলো
সহসা উধাও
ওদিকে কোথায় যেন কেঁদে ওঠে শিশু
কে তাকে থামায়
তারপর সব চুপ, ঝড়ের হুঙ্কার শুধু
ভেসে থাকে অন্ধ চরাচরে।

.... বিচ্ছিন্ন কোনো নিঝুম দ্বীপে নির্বাসিত
অথবা বুকেরই মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড ঘিরে
উত্তাল তরঙ্গগুলি ভাঙে অবিরাম?

কোথা থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল
কথা ছিল কোথা শেষ হবে?
কেন যাত্রা, কেন পথ পরিক্রমা,
কেন অঙ্কুরোদ্‌গম, পত্রে পুষ্পে ফলে ভরে ওঠা,
প্রতিশ্রুতি, নিত্যকার দান প্রতিদান?
উত্তর বিহীন অনাদি অনন্তকাল কেটে যায় ঝড়ের ভিতর।

হাতে লণ্ঠন নিয়ে লাইনের পাশ দিয়ে দুটি লোক হেঁটে চলে যায়
কালো বর্ষাতি থেকে জল ঝরে
দোলায়িত লণ্ঠনের আলো, নীচু স্বর কথাবার্তা
জমাট স্তব্ধতা ভাঙে, উত্তাপ সঞ্চার করে শিরায় শিরায় ...

মধ্যরাতে অন্ধকারে থেমে গেল ট্রেন
কেন
কার ইশারায়?

পুণ্য কথা

দিদিমা একটা অশত্থ গাছ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন
শতাব্দী প্রাচীন সেই বৃক্ষ আজও ছায়া দেয়
আজও বসন্তে ভরে ওঠে নবীন পাতা
সবুজ সজীব সতেজ
সন্ধ্যায় বিশ্রাম নিতে ফিরে আসে পাখিদের দল
তাহাদের মিশ্র স্বর বিচিত্র কোলাহল হয়ে ওঠে
আবার প্রত্যুষে কারো কারো একক কণ্ঠে
ভেসে ওঠে সুললিত গান ...
এমন কতশত পাখিদের কথা
কতশত কীট পতঙ্গের জীবনের কথা
রচনা করে প্রকৃতি, বহন করে প্রাচীন অশত্থ
যার প্রতিষ্ঠাতা দিদিমা।

ধরা যাক একটি কীটের জীবন কথা ঃ
ডিম ফুটে বেরিয়ে দেখে তাহার জগত
একটি সবুজ পাতা
পেটের ভিতর কি ভীষণ ক্ষুধা
অতএব পাতাটাই গোগ্রাসে খাওয়া হলো শুরু!
খেতে খেতে খেতে প্রান্তে এসে হঠাৎ হাওয়ার দোল
খসে পড়তে গিয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে লালা
লালার সুতোয় দোলে মরণ বাঁচন
আপ্রাণ চেষ্টায় সুতো ধরে ফিরে যেতে হবে
অনেকটা উঠে আবার হাওয়ায় অনেকটা নামা
আবার ওঠা ... আবার নামা ...
পৌঁছাতে হবেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্থলে ...
কত দীর্ঘ পরিশ্রম শেষে ফিরে পাওয়া পুনরায়
পাতার আশ্রয়!

দিদিমার তিরোধানের অর্ধশতাব্দী পার হয়ে
এমনই বহে যায় অবিরাম জীবনের ধারা ...
দিদিমা জানতেন না একটা গাছ কত অক্সিজেন দেয়
দিদিমা জানতেন না একটা গাছ

কত প্রাণীকূলের আশ্রয়স্থল
দিদিমা জানতেন না একটা গাছ
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কতটা সহায় ...
দিদিমা জানতেন
বৃক্ষ প্রতিষ্ঠায় হয় পুণ্য সঞ্চয় ...

শতাব্দীর পরে
আমি সেই বৃক্ষতলে বসে পুণ্য কথা কই।

কা

অমল জ্যোৎস্নায় ডাকে মুগ্ধ এক কাক
মধ্যরাত,
গভীর নিদ্রায় নিস্তব্ধ নিঝুম চরাচর
নদী পার হয়ে এসে সন্ধ্যাকালে খেলেছিল যে বাতাস
সেও মাঠে নেমে
অনিন্দ্য আলোয় মাখা ঘাসে শুয়ে আছে।
একা শুধু জাগে মুগ্ধ কাক
বুকে তার সুর কেঁপে ওঠে
এবং সে সাধ্য মতো শান্ত সুস্বরে
জ্যোৎস্নাকে স্বাগত জানায়।

সেকি ভুলে গেছে কণ্ঠে তার গান নেই
পাখির সমাজে সে অন্ত্যজ
সে কি ভুলে গেছে সমস্ত পৃথিবী তাকে কুৎসিত বলেছে
বলেছে কুটিল কুরব ধুরন্ধর
অথবা সে আপন মুগ্ধতায়
উপেক্ষা করেছে সব বিদ্রূপের ভয়?

চাঁদের উদ্যানে চাঁদ পায়ে পায়
বৃক্ষটির শীর্ষে তার শিয়রে দাঁড়ায়।

মামাদের সাথে আলাপ সালাপ

চুল্লুখোর চাঁদমামা মাঝে মাঝে SMS করে ঃ
Agami purnimay darun cholai habe
Kintu aste habe Mayurakshir buke
nouka joge eka.
অথবা
Eso Dharagiri jharnar pase purnimay
Sandha theke sararat pan korbe
Cholai mohul jato paro.
ভাগ্যিস বলেনাকো যেতে
আটলান্টিক কোনো দ্বীপে
কিংবা আন্টার্টিকায়!
মামা বোঝে আমার পকেট!

ময়ূরাক্ষীর বুকে নৌকা ভাসানো কিংবা
ধারাগিরি ঝরনার ধারে যাওয়া-সেও তো হয় না
তার চেয়ে ভালো মেট্রোগলি কিংবা পার্কস্ট্রীটে
কম দামি ইংলিশ খেয়ে রাত করে বাড়ি ফিরে
বাড়ির পিছনে জংলার ধারে বাঁশের মাচায় বসে
মামাদের সাথে আলাপ সালাপ।

বাড়ির পিছনে আছে মজা এক পুকুরসুকুর
জল ঘাস ঝোপেঝাড়ে কচুরিপানায় ভরপুর
ধারে ধারে কিছু বৃক্ষ ঘিরে আছে আপনার মনে
সবুজে সবুজ হয়ে জল মাটি বাতাসের সনে
ওনাদের ডালে ডালে কালোকুলো কাকেদের বাস
তাহাদের পাশাপাশি কিছু সাদা বকেরও নিবাস
খিড়কির বাইরেতে ওইখানে ভাঙ ঘাট, আর
বাঁশের কাঠামো গড়া আদিম মাচার বাহার
সেইখানে নির্জনে একা একা বসে চুপচাপ
নিশ্চিন্তে নীরবে চলে নানারূপ আলাপ সালাপ।

আমার কবিতার খাতা মা দিয়েছে সংক্ষিপ্ত নাম—
'কপ্তে খাতা!' স্বর্গত পিতার অনুসারে

মা পায় পেনশন, ওতে চলে যায় পেট
চারটে ট্যুইশনি সম্বলে চলে কপ্তে রচনা, আর
বাঁশের মাচায় বসে চাঁদ থেকে ব্যাঙ, কাক থেকে বক
তাহাদের সাথে গল্পগুজব।
পূর্ণিমায় যখন জ্যোৎস্নায় ভাসে চরাচর
ঘুম ছুটে যায় চুল্লুতে মাতাল কাকের
কি আশ্চর্য স্বরে ডাকে— আ-আ-আ
তখন একটুও কর্কশ নয় কন্ঠস্বর তার!
অমনই রাতে বকেরা হঠাৎ ডানা ঝেড়ে
মাতাল-উড়ে যায় হয়তোবা চন্দ্রের দিকে
ডাকে— বক্-ব-অ-ক্— কি জানি কিঁ মানে তার!
বর্ষায় যখন বৃষ্টি অঝোর
মাতাল ব্যাঙেরা গায় গান অবিরাম
কি মধু মধুর!

এরকম সব আলাপ সালাপ চলে আমার
কাক মামা বক মামা ব্যাঙ মামাদের সাথে।
আসলে ছোটোবেলা থেকে এসব মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে মা
চাঁদ মামাকে ডেকে মা পরাতো টিপ
কাক মামাকে খাইয়ে দেবে বলে
ভয় দেখিয়ে খাওয়াতো ভাত
দুধ খাওয়ানোর সময় বলতো—
দুধ দেখলেই খেয়ে নেয় বকমামা
তাইতো অমন সাদা বরণ!
আর ব্যাঙ মামা? বলতো—
ওরে সোনা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়
ব্যাঙমামা কিরকম রেগে গেছে দেখছিস তো!
হালকা বেগুনী রঙের ফুলে যখন ভরে যেতো
কচুরিপানায় ঢাকা পুকুরের বুক, মা বলতো—
পূর্ণিমার রাতে পরীরা আকাশ থেকে নেমে
ঘুমাতে আসবে বলে শয্যা পেতেছে ফুলেরা।
এভাবেই বাল্যকাল থেকে মা আমার খেয়েছে মাথাটা
আরে না না, মা কখনো খেতে পারে ছেলেটার মাথা!
আহারে বালাই ষাট!
তবে কি না মা আমার লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে কপ্তে খাতা
মৃদু মৃদু হাসে!

সেদিন রাতে মাত্র দশটার সময় মেট্রোগলি থেকে
বের হয়ে রাস্তা পেরোতে

পিছনেতে ডাক—ও দাদা-ও দাদা—

কোনতুতো ভাই দেখতে পিছন ফিরে দেখি

সাদা জামা সাদা প্যান্ট কালো বেল্ট

বলে—কোথায় যাবেন?
বলি—সালকিয়া।

—সে কি? যাবেন হলদিয়া, এত রাতে এখানে ঘুরছেন?
চলুন, পৌঁছে দোবো, ওই যে স্যার ডাকছেন।

তাকিয়ে দেখি একটু তফাতে রাস্তার ধার ঘেঁসে
দাঁড়িয়ে জিপসী—তাতে স্যার—মাথায় হ্যাট্।
পলকে প্রায় ছুটে পেরিয়ে যাই পথ
হন্‌হনিয়ে হাঁটি, পিছনেতে ডাক—ও দাদা—
তুতো ভাই নয়, ও হচ্ছে মামা, গাড়িতে তুললে
ঝেড়ে ঝুড়ে কেড়ে নেবে সব, তারপর

পোঁলাথি!

মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু
বাড়ি ফিরে যখন দেখি
চশমা চোখে মা আমার কপ্তে খাতে গভীর মগন

মনটা খু-উ-ব ভালো হয়ে যায় ...

চুপি চুপি গিয়ে বাঁশের মাচায় বসি
শরতের আকাশেতে সাদা মেঘ স্তূপীকৃত
একটু তফাতে পূর্ণ চাঁদ
কপ্তের একটি পংক্তি উসখুস করে বুকের ভিতর ...
... আজ রাতে ভরাডুবি হবে ... ও চাঁদ ....

রেগে গেলে মা বলে—ও কুড়ের ডিম
যা যা, মাচায় বসে মাছ ধরগে যা!
ছন্নছাড়া বাড়ি, চারিদিকে নোনা, সারাবার নাম নেই,
সংসারের নাম নেই, আমি মলে হাজার দুগ্গতি হবে

হাজার দুগ্গতি!

মাচায় বসে মাছ ধরা? কি জানি!

মাছধরা—মানে মা-ই শুধু বোঝে!

পাড়ার এক মামা এসে মাঝে মাঝে উপদেশ দেয়—
কি ভাগ্নে, এই মজা পুকুরটা কেন রেখেছ?
আর এই পলেস্তারা খসা নোনাধরা বাড়ি?
কতটা জায়গা জুড়ে আছে সব ফালতু ফালতু!
বেচে দাও, বেচে দাও, আমি সব ব্যবস্থা করবো
তুমি শুধু টাকা নেবে, আর নেবে ফ্ল্যাট।
কি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাট বাড়ি হবে!
আমি দুদিকে মাথা হেলাই—ডাইনে ও বাঁয়ে।
—এটা কি? এ কেমন দক্ষিণ ভারতীয় মাথা নাড়া?
মুখে কিছু বলো তার চেয়ে।
আমি বলি—ভেবে দেখি।
ভেবে দেখি—চলল অনেক দিন, দিনে দিনে
মামা দেখি বাঘ মামা, একদিন বলে—
—ব্যাটা মাতাল, মশার চাষ করে পাড়ার লোককে জ্বালাবে?
আমি থাকতে এ হতে দোবো না।

নাঃ! কিছু একটা করা দরকার!
এদিকে মায়ের গঞ্জনা, ওদিকে মামার শাসানি!
সত্যি বলতে কি, পূর্ণিমার রাতে মাচাতে একলা বসে
মনেও উসখুস—পাশে যদি থাকতো কোনো
পুঁটি কিংবা টেঁপি!

বিরাট হাঁড়ি করে জ্যান্ত মাছ এনে বিক্রি করে
বাজারে এক মামা
জলের ভেতর মাছেরা কেমন খলবল
দেখতে দেখতে খুলে যায় মাথা, বলি—
—ও মামা, এত জ্যান্ত মাছ রোজ কোথা থেকে আনো?
—ওই বালী, উত্তরপাড়া—ওদিকে আছে সব পুকুর
মাছ চাষ হয়, ভোর থেকে জাল ফেলে ধরে আনতে হয়।
—এখানে আমার মজে যাওয়া পুকুর এক আছে
কিছু কি ব্যবস্থা করা যায়?

মাছ মামা এসে দেখে গেল, বলে গেল—
—দেখলে হবে? খরচা আছে! পরিষ্কার করতে হবে,

মাটি তুলে ফেলতে হবে পাড়ে, তারপর
ছাড়তে হবে পোনা।
—তুমি কিছু ইনভেস্ট করো মামা।
—টাকায় পারবো না, তবে লেবার দিতে পারি
লাভ ছাড়া লোকসান নেই বাবু!
—বাবু নয়, ভাগ্নে, মামা আর ভাগ্নে।
—হেঁ হেঁ, তাই হবে।

তাই হোক, মাচাও থাকুক, থাকুক গাছেরা
কাক বক ব্যাঙ মামা—তারাও থাকুক
আর থাক পুঁটি কিংবা টেঁপি তার সাথে!

চুল্লুখোর চাঁদ মামাকে SMS করি ঃ
Mama, A amar Mayurakshi, A amar
Dharagiri, Atlantic Sagar, Hanululu dip,
ekhanei kichu cholai pathie dio
purnimay ...

নাচ ধিনা ধিন্

হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা বাঁশি বাজিয়ে যায়
নাচ্‌বিরে আয় নাচ্‌বিরে আয় নাচ্‌বি চলে আয়
আয়রে যত উনিশ-কুড়ি, সেক্সি সেক্সি পোষাক পরি
ধুম মাচালে নাচ বোলিয়ে ঝলক দিখা গায়।

হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা বাঁশি বাজিয়ে যায়
আয় কিশোরী কচি-পাকা নাচ দেখাবি আয়
ঝলমলাবি তাক লাগাবি, দেশের সেরা নাচিয়ে হবি
ছোটো শরীর সেক্সি ঢঙে কি দারুণ দেখায়।

হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা বাঁশি বাজিয়ে যায়
সম্মোহিত আবালবৃদ্ধ তার পিছনে ধায়
ঘুম ছুটেছে মা-বাবাদের, নাচছে সবাই ধিন্‌তানাদের
নেচে নেচে লাফিয়ে যদি হাতেতে চাঁদ পায়।

প্রাকৃতিক

স্তনের আবরণ খোলে নিঃসঙ্কোচে দেহাতী রমণী
ট্রেনের কামরায় হাজার চোখের লোভী ভিড়
তথাপি নিলাজ
দামাল শিশুর হাতে অতঃপর ধরা পড়ে বিশ্বস্ত পৃথিবী
দুরন্ত ঠোঁটের ফাঁকে গড়িয়ে যায় নিখাদ বৈভব।

এখন উদোম শিশু শান্ত ঘুমিয়ে আছে,
টুবো গালে লেগে আছে এককোঁটা দুধ,
গলায় মাদুলী ঢ্যাপসা, ঘুনসীতে বাঁধা
ফুটো পয়সা কড়ি আর
কোনো এক জন্তুর নখ।
ছোট্ট নুঙ্কু হিসি সেরে নিলে
কোলের কাপড় ভিজে যায়।

জানলার ওপারে কাছে দূরে পাহাড় পাহাড়,
সঙ্গীসাথী নদী আর বন।
আকাশে সূর্য দাঁড়িয়ে আছে।

বনগৃহে এ ভরা ভাদরে

বৃষ্টি এলো ভাদ্রের দেশে শ্রাবণের বেশে
সিংহ রাশিতে রবি সঞ্চারমান
নিজ গৃহে অধিপতি আসনে আসীন
শান্তির নীড়ে যেন আধো ঘুমে আধো জাগরণে
কখনো অদৃশ্য, কখনওবা সামান্য আভাস।
মেঘ জমে আছে আকাশের সরোবরে
জলজ শ্যাওলার মতন
বৃষ্টি টুপটাপ, কখনো বা মিহি মিহি
ফুলের রেণুরা যেমন।

কামিনীর প্রতি রোমকূপে কুঁড়ি আর ফুল
বৃষ্টিভারে কিছু অবনত শাখা যৌবনবতী
তীব্র সবুজ সমারোহে তীব্র সুগন্ধ মাখা
উন্মুখ নারী!
পার্শ্ববর্তী দীর্ঘ দেহ চম্পক সাথে
বাহুতে বাহুতে আলিঙ্গন
দুচারটি মাত্র ফুলে স্বর্ণচম্পক
গরীয়ান সতেজ পুরুষ
কামিনী ক্রোড়ের কাছে তার ...
একটু তফাতে ফুলসাজে রতিকান্ত গন্ধরাজ
সঙ্গীহীন
কিছুটা বিষণ্ণ যেন, আড়চোখে দেখে নেয়
কামিনী ও চম্পকের খেলা!

ওদিকে কদলীবৃক্ষ ফলভারে ঈষৎ আনত
গর্ভবতী নারীর মতন
পাশে তার স্তনভারে অবনত বাতাবী
এ ভাদরে নিম্ববৃক্ষও রসবতী, অকালে ধরেছে কিছু ফুল!
আধোছায়ে চারপাশে ফুটে ওঠে সন্ধ্যামণি
কেউ সাদা কেউ বা মেরুন
তাহাদের সম্মিলিত মৃদুগন্ধ
পাশাপাশি জায়গা করে নেয়।
মিহি মিহি বৃষ্টি মাঝে ছোট প্রজাপতির যুগল
উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে কি যে চঞ্চল
শেষে বসে চম্পক ফুলের কাছে একটি পাতায়
পিছাপিছি
আরেকটি পাতা যেন ছাতা হয়ে
সযত্নে ঢেকেছে তাদের বাসর!
ওরা আজ সারারাত ওভাবে কাটাবে
ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত বিলীন ...

সারাদিন, সারারাত দিন

জানালার ধারে জামগাছে
ভোরবেলা রোজ এক পাখি গান গায়
একই সুর একই বোল একই লয়
শুধু তার ভাষা জানা নেই
শুধু তার নাম জানা নেই
আমি তাকে চোখেতে দেখি না।

সারাদিন আমি তাকে কতই খুঁজেছি
ডালে ডালে, পাতাদের ফাঁকে ফাঁকে
থোকা থোকা ফলের আড়ালে
কোথাও সে নেই!
গানের আসর শেষে তবে কি সে রোজ
উড়ে যায় অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে?
আমি তাকে চোখেতে দেখি না।

আষাঢ়ের ঝোড়ো হাওয়া সারাদিন বয়
বিলি কাটে গাছটির শরীরে শরীরে
শিহরিত শাখাগুলি ঝেঁকে ওঠে
আন্দোলিত হয় অবিরাম
অবিরাম ফল ঝরে টুপটাপ টুপ
বৃক্ষতলে বিছিয়ে যায় মেঘের আঁচল।

সাড়া পড়ে বালক বালিকা আর
তাহাদের মায়েদের দলে
কলকাকলিত কুড়োকুড়ি
আঁচলেতে লাগে জাম রঙ
রঙ লাগে জিভে ঠোঁটে দাঁতে, হাতের আঙুলে।
সহসা বৃষ্টি নামলে তড়বড়িয়ে
হাসির লহর তুলে ছুটোছুটি,
সুনসান বৃক্ষতলে শুধু
ভেসে থাকে ফল পড়া বৃষ্টি পড়া টাপুর টুপুর ...

অতঃপর কাঠবিড়ালী জোড়া
অতিদ্রুত পায়ে উঠে যায় নেমে আসে
তাড়া করে পরস্পর শব্দ তোলে
কিচ্ কিচ্ কিচির কিচির
কি যে বলে অভিপ্রায় কিছুই বুঝি না!

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ জড়িয়ে দেয় গাছের শরীর
দিন ডুবে যায় রাতের গভীর গভীরে
বৃষ্টি আসে, ঝেঁপে বৃষ্টি আসে
ঝাঁপিয়ে পড়ে জানালায়, ঘরে চায় প্রবেশাধিকার
জানালা বন্ধ করি।

ঘুম আসে ঘুমের গভীরে
জেগে থাকে কত কিছু আলাপ প্রলাপ দৃশ্যাবলী
সেগুলোকে বুঝি স্বপ্ন বলে!
স্বপ্নে কখন পাখি আসে ... ভোর হয় ... গান ভাসে
ঘুমের চাদর সরিয়ে গান নাড়া দেয়
শ্রবণে মননে
জেগে উঠি, আধো অন্ধকারে শুনি
একই সুর, একই বোল, একই লয়, ভাষাহীন
আমি তাকে চোখেতে দেখি না!

কবিতা সংগ্রহ ১ম খন্ড মনন দাস লিপিকা